CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-75 ■ 15 December, 2025 ■ আগরতলা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বিহারের মন্ত্রী নীতিন নাভিন বিজেপির নয়া কার্যনির্বাহী জাতীয় সভাপতি নিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ।। বিজেপি রবিবার বিহারের মন্ত্রী নীতিন নাভিনকে দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে নীতিন নাভিন নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন বিহার সরকারের সড়ক নির্মাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং-র জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দলের সংসদীয় বোর্ডের অনুমোদনেই এই নিয়োগ হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিজেপি সংসদীয় বোর্ড বিহার সরকারের মন্ত্রী নীতিন নাভিনকে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করেছে।

নীতিন নাভিনের এই পদোন্নতিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি নাভিনকে দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি একজন তরুণ, পরিশ্রমী নেতা এবং সংগঠনে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। বিহারে বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজ অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর বিনয়ী স্বভাব এবং মাঠপর্যায়ে কাজ করার মানসিকতাই তাঁকে আলাদা করে চিহ্নিত করে।

প্রধানমন্ত্রী আরও আশা প্রকাশ করেন, নীতিন নাভিনের শক্তি ও প্রতিশ্রুতি আগামী দিনে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করবে।

উল্লেখ্য, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বে সাংগঠনিক রদবদলের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, যিনি ২০২০ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেন, তাঁর মূল মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পর্বে দলকে নেতৃত্ব দিতে তাঁকে একাধিকবার মেয়াদবৃদ্ধি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮০ সালের ২৩ মে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে জন্ম নীতিন নাভিনের। তিনি প্রয়াত নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহার পুত্র, যিনি ছিলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক। পিতার মৃত্যুর পর সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন নীতিন নাভিন এবং ধীরে ধীরে দলের শীর্ষ স্তরে উঠে আসেন।

পাটনার বাংকিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি পাঁচবারের বিধায়ক। ২০০৬ সালে উপনির্বাচনে প্রথমবার বিধানসভায় প্রবেশের পর ২০১০, ২০১৫, ২০২০ এবং ২০২৫ সালের নির্বাচনে ধারাবাহিকভাবে জয়ী হন। ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ৫২ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

মন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি নীতিন নাভিন বিজেপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজেপি যুব মোর্চার জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য সভাপতি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলনে ঐক্য ও বিশ্বাসের বার্তা বিপ্লব, রাজীব, রতনের

প্রলোভন দিয়ে কার্যকর্তা তৈরি করা যায় না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। পৃষ্ঠাপ্রমুখদের উপর ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক ভরসা। নেতৃত্বের মধ্যেকার বিশ্বাসের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি আরো শক্তিশালী হবে। আর কমিউনিস্টরা বাধ্য হয়ে মুখোশ পরে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান। কল্যাণপুর গনহত্যা মামলার সঙ্গে জড়িতরা এখন মুখোশ পরে জ্ঞান বিতরণ করছে। আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের মাঠে আয়োজিত মোহনপুর মন্ডলের পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলনে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এই অনুষ্ঠানের এর পেছনে মূল কারিগর হচ্ছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আমাদের পার্টি অন্যান্য পার্টির মতো না। গম্ভীর হয়ে বসে থাকা নয়। যেটা কমিউনিস্ট পার্টিতে রয়েছে। তাদের দেখে মনে হয় যেন সব তাত্বিক নেতা। কিন্তু আমাদের তাত্বিক নেতার দরকার নেই। আমরা সাধারণ মানুষ। সাধারনে বিশ্বাস করি। সাধারণভাবে চলার চেষ্টা করি। নিজের রুটকে ভুললে চলবে না। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজনীতিতে বরাবরই আমি কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলাম।

এই সম্মেলনে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের প্রেক্ষাপটে কি কি হয়েছিল সেসব ঘটনাবহুল তথ্যও এদিন তুলে ধরেছেন বর্তমান চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের পর আমাকে বিস্তারক হিসেবে একটা জায়গায় পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে আমাকে পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর আবার মেম্বারশিপ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের

ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ।। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের চেষ্টা ও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর গুরুতর প্রভাব নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

রবিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনা তার সমর্থকদের উসকানি দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়ানোর জন্য নিয়মিতভাবে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। এসব বক্তব্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা দেশের জন্য গুরুতর হুমকি।

এছাড়া, ঢাকা সরকার শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে দ্রুত বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের আহ্বান জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আদালতের রায় অনুযায়ী দণ্ড কার্যকর করার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছে।

ভারতের সাথে এই আলোচনা চলাকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের পলাতক সদস্যদের বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ব্যক্তিরা, বিশেষ করে আসন্ন জাতীয় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মথার বিধায়ক ও এমডিসিদের অর্থের প্রলোভন বিজেপির অভিযোগ প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। তিপ্রা মথার বিধায়ক থেকে শুরু করে এমডিসিদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছেএমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তিনি দাবি করেন, এই অভিযোগের পক্ষে তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে, এমনকি রেকর্ডিংও আছে।

একটি ভিডিও বার্তায় প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপির তরফে ২৮টি আসনেই জয়ের যে দাবি করা হচ্ছে, তা নিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, "পারলে বিজেপি ২৮টি আসনেই জিতে দেখাক।"

জনজাতি সংগঠনের শক্তি প্রসঙ্গেও বিজেপিকে এদিন একাধিক কটাক্ষ করেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো। তিনি বলেন, বিজেপির জনজাতি মোর্চার র‍্যালির তুলনায় তিপ্রা মথার ব্লক মিটিংগুলোতে অনেক বেশি জনজাতি মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। এই সভাগুলোর জন্য কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, তিপ্রা মথার সমর্থকেরা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করেই ব্লক মিটিংয়ে যোগ দেন।

গতকালের বিজেপির জমায়েত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে প্রদ্যোত বলেন, অনেকেই সেই জমায়েত দেখে খুশি হয়েছেন। তবে বিজেপির রাজ্যস্তরীয় বৈঠকের তুলনায় তিপ্রা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী বিকাশের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক বির্তক বরখাস্তের দাবি জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ।। বিজেপির জনজাতি মোর্চার এক সভা থেকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার করা আপত্তিকর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার অবিলম্বে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, তিপরা মথা দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এমন ভাষা প্রয়োগ করেছেন, যা কোনোভাবেই একজন মন্ত্রী বা ভদ্রলোকের ভাষা হতে পারে না। তিনি বলেন, তিপরা মথা যদি কোনো অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে যুক্ত থেকেও থাকে, সে ক্ষেত্রে আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো যেত। কিন্তু সরকারের তরফে তা না করে প্রকাশ্যে হুমকিমূলক ও হিংসাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দুই মন্ত্রী, প্রদেশ সভাপতি ও একজন সাংসদের উপস্থিতিতে মঞ্চ থেকে এ ধরনের বক্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি অভিযোগ করেন, মন্ত্রীর বক্তব্যে সরকারের জনমুখী কাজকর্ম নিয়ে কোনো আলোচনা ছিল না। বরং "দেখে নেওয়া হবে", "প্রতিশোধ নেওয়া হবে", "ছাই করে দেওয়া হবে"এ ধরনের শব্দচয়নের পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গি সহ "পোল্ট্রি মোরগের মতো ছিঁড়ে ফেলা হবে" বলার মতো মন্তব্য করা হয়েছে, যা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রাইমারি হেলথ সেন্টার পরিণত হয়েছে বেসরকারি আর্ট স্কুলে, ক্ষোভে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। প্রাইমারি হেল সেন্টার পরিণত হয়েছে বেসরকারি আর্ট স্কুলে। এই অবাক করার ঘটনাটি সূর্য্যমনিনগর বিধানসভার অন্তর্গত মধুবন ঝরঝরিয়া জেবি স্কুল সংলগ্ন নবনির্মিত প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে। সরকারি অর্থে নির্মিত মধুবন ঝরঝরিয়া জেবি স্কুল সংলগ্ন নবনির্মিত প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটি বেশ কয়েকবছর আগে উদ্বোধন হয়েছিল। আর এটি উদ্বোধন করেছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

এই প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটি বেশ কয়েক বছর আগে উদ্বোধন হলেও এখনো পর্যন্ত সেটি এলাকার মানুষের স্বার্থে চালু হয়নি। তবে হেলথ সেন্টারটি চালু না হলেও সপ্তাহের প্রতি রবিবার সকালে এই হেলথ সেন্টারের ভেতরে ঝাঁকিয়ে বসে বেসরকারিভাবে আর্ট টিউশন।

জানা গেছে রানীরখামার কাঁঠালতলী এলাকার এক আর্ট শিক্ষক প্রতিমাসে ১৫০ টাকার বিনিময়ে এলাকার ছোট ছোট শিশুদের আর্ট করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সপ্তাহের প্রতি রবিবার সকালে। এই আশ্চর্যজনক বিষয়টি রবিবার সাত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিয়মিত করনের দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছে অনিয়মিত কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। নিয়মিতকরণের দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামতে চলেছেন রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীরা।

রবিবার এই দাবিকে সামনে রেখে উদয়পুর জামতলা এলাকায় তিন ঘণ্টাব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করে অনিয়মিত কর্মচারীদের সংগঠন।

সংগঠনের কনভেনার পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানান, চলতি বছরের ৪ জুলাই সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়ে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবি জানানো হয়েছিল।

কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হলেও সরকার এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংগঠনের দাবি, বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মচারী কাজ করছেন। দীর্ঘদিন পরিষেবা দেওয়ার পরও তাঁদের আজ পর্যন্ত নিয়মিত করা হয়নি। অবিলম্বে তাঁদের নিয়মিত করার দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও, যেসব অনিয়মিত কর্মচারী ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পরিবারের জন্য প্রাথমিকভাবে দশ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবি তোলা হয়।

পাশাপাশি, যেসব কর্মচারী একবেলা কাজ করছেন, তাঁদের ডিআরডব্লিউ হিসেবে নিয়োগ করার দাবিও জানানো হয়।

বিলোনীয়া সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক সহ একাধিক ভারতীয় জাল পরিচয়পত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ ডিসেম্বর।। শনিবার বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদনগর সীমান্তে বিএসএফের ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের আমজাদনগর বিওপি-র জওয়ানরা এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ব্যক্তির নাম মোহি উদ্দিন (৩০)। তাঁর পিতার নাম আবদুল হাই। তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় গ্রামের বাসিন্দা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, আটক মোহি উদ্দিন বর্তমানে বাংলাদেশের আনসার ব্যাটালিয়নে কর্মরত। আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ভারতীয় আধার কার্ড, একটি ভারতীয় পরিচয় পত্র, একটি বাংলাদেশি পরিচয়পত্র এবং একটি আনসার কর্মী পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

ধৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে বিলোনিয়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ ধৃতকে বিলোনিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি কীভাবে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহিলার রহস্য মৃত্যু !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। রবিবার রামচন্দ্রঘাটের বালক বাবা আশ্রম থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রঘাট এলাকায় অবস্থিত বালক বাবা আশ্রমে। রবিবার দুপুর প্রায় দুইটা নাগাদ আশ্রমের গোয়াল ঘর থেকে ওই মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম রুমা দেবনাথ। তিনি দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে বালক বাবা আশ্রমে বসবাস করে আসছিলেন। এদিন আশ্রমে থাকা অন্যান্য মহিলারা গোয়াল ঘরে গিয়ে রুমা দেবনাথকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এলপিজি সিলিন্ডার ও রক্তের দাগ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার মধ্য গণকি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হেলিপ্যাড সংলগ্ন এলাকায় এক পরিত্যক্ত স্থানে দুটি এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার ও কিছু রক্তের দাগ পাওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা হেলিপ্যাড সংলগ্ন ওই পরিত্যক্ত স্থানে গিয়ে দুটি এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার পড়ে থাকতে দেখেন। সিলিন্ডারগুলির ঠিক পাশেই কিছু ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শহরে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। গতকাল গভীর রাতে শহরের উপকণ্ঠে এক নৃশংস খুনের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। আমতলি থানাধীন বাবুল চৌমুহনীর পশ্চিম দুর্গাপুর এলাকায় সুব্রত চৌধুরীকে তাঁর বাড়ির সামনেই নির্মমভাবে খুন করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন নিন্টু চক্রবর্তী, শঙ্কু চক্রবর্তী ও প্রিয়তোষ চৌধুরী। অপর এক অভিযুক্তের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১৫ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৮ অগ্রহায়ণ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাইবার ক্রাইমের বড় চক্রের পর্দা ফাঁস

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সাইবার ক্রাইমের একটি আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য চক্রের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এক বড় অভিযান চালাইয়া তাহাদের পর্দা ফাঁস করিয়াছে। এই চক্রটি মূলত বিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করিয়া অবৈধ আর্থিক লেনদেন এবং বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্রতারণা চালাইত।সিবিআই-এর অপারেশন এবং অভিযোগ সিবিআই এই অপারেশনটির নাম দিয়াছে "অপারেশন চক্র-২"। অভিযুক্তরা বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া, সেই অর্থকে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে রূপান্তর করিয়া পাচার করিত।বিটকয়েন, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের অপব্যবহার, নেট ব্যাঙ্কিং প্রতারণা, পরিচয় চুরি এবং সরকারি কর্মীদের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ।তদন্তে উঠিয়া আসিয়াছে যে এই চক্রটির সঙ্গে সংযুক্ত কিছু ব্যক্তি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ থেকে কাজ করছিল। তাহারা প্রধানত ভুয়ো কল সেন্টার তৈরি করিয়া মানুষকে প্রতারিত করিত। প্রায়শই তাহারা নিজেদের সরকারি সংস্থা বা টেক-সাপোর্ট কোম্পানির কর্মী হিসাবে পরিচয় দিত। সিবিআই দেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে অভিযান চালাইয়াছে। প্রাথমিকভাবে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, এবং গুজরাটের কিছু এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।এই চক্রের মূল পান্ডা ও কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তবে, তাহাদের পরিচয় এই মুহূর্তে প্রকাশ করা হয়নি।অভিযানে বেশ কিছু ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট, ল্যাপটপ, একাধিক সিম কার্ড, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথি, এবং বড় অঙ্কের ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট ফ্রিজ করা হইয়াছে। আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই চক্রটি গত কয়েক বছরে কয়েকশো কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন করিয়াছে। বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করিয়া তাহারা এই বিপুল পরিমাণ অর্থকে সহজেই আন্তর্জাতিক বাজারে পাচার করিত।

সিবিআই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করিয়াছে। তদন্তকারীরা এখন ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে করা সমস্ত লেনদেনের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করিতেছেন, যাহাতে চক্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সদস্য এবং এর আন্তর্জাতিক জাল বিছিন্ন করা যায়।এই অপারেশনটি সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ভারতের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হইতেছে।

গত বছরের অক্টোবরে এই প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস হওয়ার পর সিবিআই তদন্ত চালাইয়া জানিতে পারে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট। এই চক্রটি জটিল ডিজিটাল ও আর্থিক পরিকাঠামো ব্যবহার করিয়া একাধিক ধরনের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালাইত। এর মধ্যে ছিল বিভ্রান্তিকর অনলাইন লোন অ্যাপ, ভুয়ো বিনিয়োগ প্রকল্প, পঞ্জি ও মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিম, জাল পার্ট-টাইম চাকরির প্রস্তাব এবং প্রতারণামূলক অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম।তদন্তে জানা গিয়াছে, এই প্রতারণা চক্রের সূত্রপাত ২০২০ সালে, যখন দেশ কোভিড-১৯ মহামারির ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়া যাচ্ছিল। তদন্তে আরও উঠিয়া আসিয়াছে, এই চক্রটি গুগল বিজ্ঞাপন, বাল্ক এসএমএস ক্যাম্পেন, সিম-বক্স ভিত্তিক মেসেজিং সিস্টেম, ক্লাউড, ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম এবং একাধিক মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করিত। প্রতিটি ধাপেই ভুক্তভোগীকে লোভ দেখানো থেকে শুরু করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও স্থানান্তর করা হইত। গোটা বিষয়টি এমনভাবে সাজানো ছিল যাহাতে প্রকৃত মাথাদের পরিচয় গোপন থাকে এবং প্রশাসনের চোখ এড়ানো যায়।এই মামলার তদন্ত শুরু হইয়াছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। প্রথমে এটি বিচ্ছিন্ন অভিযোগ বলিয়া মনে হইলেও সিবিআই একই ধরনের অ্যাপ, অর্থ লেনদেনের প্যাটার্ন, পেমেন্ট গেটওয়ে ও ডিজিটাল প্রমাণ খুঁজিয়া পায়।

নতুন শ্রম আইনে শিল্পের স্বাধীনতা ও শ্রমিকের নিরাপত্তায় ভারসাম্য আনার চেষ্টা

সুজনকুমার দাস

ভারতের শ্রম আইনকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২৯টি কেন্দ্রীয় আইনকে চারটি মূল কোডে একীভূত করার যে ঐতিহাসিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতকাল ধরে বিদ্যমান, জটিলতা ও পরস্পরবিরোধী আইনগুলোর জঞ্জাল সরিয়ে একটি সুসংহত এবং সরলীকৃত কাঠামো তৈরির এই প্রচেষ্টাটি এক বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়েছে। সেই লক্ষ্য হল শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করা। এই সংস্কারকে বুঝতে হলে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এর মূল পরিবর্তনসমূহ এবং এর ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রভাব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে শ্রম আইন ছিল মূলত অসংখ্য ছোট-বড় আইনের সমষ্টি। যেহেতু শ্রম এমন একটি বিষয়, যার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, উভয়ই আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে। তাই কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েরই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। ৪০টিরও বেশি কেন্দ্রীয় আইন এবং শতাধিক রাজ্য আইন প্রায়শই পরস্পরবিরোধী ছিল, যা শ্রমিক, নিয়োগকর্তা, এবং আইনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত। এই জটিলতার কারণে আইনি প্রক্রিয়াগুলো দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল হতো। ফলস্বরূপ, শ্রমিকরা সহজে ন্যায়বিচার পেতেন না এবং নিয়োগকর্তারাও ব্যবসা পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। এই সমস্যা সমাধানের পথ দেখায় ১৯৯৯ সালে গঠিত দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশন, যা সব আইনকে চারটি মূল কোডে একত্রিত করার সুপারিশ করে। তারই ফলস্বরূপ চারটি কোড তৈরি করে কেন্দ্র সরকার-মজুরি কোড (২০১৯), শিল্প সম্পর্ক কোড (২০২০), সামাজিক নিরাপত্তা কোড (২০২০), এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ কোড (২০২০), যা ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হচ্ছে। এই নতুন শ্রমনীতি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, যা একটি পশ্চাৎপদ, জটিল এবং অকার্যকর আইনি কাঠামো থেকে একটি আধুনিক, সরলীকৃত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে ভারতকে চালিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সংস্কারের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক

দিক হলো এর মাধ্যমে প্রশাসনিক সরলীকরণ এবং শ্রমিক সুরক্ষার পরিধি বৃদ্ধি। এই চারটি কোডের মাধ্যমে মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, পেশাগত সুরক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধানগুলিকে এক ছাতার নিচে আনা হয়েছে। এই সরলীকরণের ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনটি এসেছে তা হলো বিবাদ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায়। আগে যেখানে একজন অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

শ্রমিক সুরক্ষার দিক থেকে এই সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য। ভারতের শ্রমশক্তির এক বিশাল অংশ যারা অসংগঠিত ক্ষেত্র, অস্থায়ী চাকরি বা আধুনিক "গিগ অর্থনীতি" তে যুক্ত, তারা এতদিন আইনি সুরক্ষার বাইরে ছিল। নতুন কোডগুলি এই ফাঁক পূরণ করেছে। প্ল্যাটফর্ম বা গিগ কর্মীরা, যেমন-ডেলিভারি পার্সন বা রাইডশেয়ারিং চালকরা, এখন প্রথমবারের মতো আইনি স্বীকৃতি পেলেন। তাদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট এগ্রিগেটর সংস্থাগুলিকে তাদের টার্নওভারের একটি নির্দিষ্ট অংশ কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে হবে। এটি সমাজের প্রান্তিক কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জাল বিস্তারের এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এছাড়াও, চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং ফিক্সড-টার্ম কর্মীরা এখন সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধার পাশাপাশি গ্র্যাচুইটি পাওয়ার যোগ্য হবেন। গ্র্যাচুইটির জন্য পাঁচ বছরের অপেক্ষা কমিয়ে এক বছর করার বিধানটিও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি, অভিবাসী শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা ও সুবিধা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য রাতের কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে (প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সম্মতি সাপেক্ষে), যা কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। মহিলাদের জন্য সমান কাজের জন্য সমান বেতন নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে অভিযোগ প্রতিকারের কমিটিগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা প্রতিনিধি রাখার নিয়ম শ্রম ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। ৪০ বছরের বেশি বয়সী কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করার মতো মানবিক দিকগুলিও এই সংস্কারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে, এই সংস্কারের কিছু দিক নিয়োগকর্তা-বান্ধব বলে বিবেচিত, যা ব্যবসার সুবিধা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে। শিল্প সম্পর্ক কোডে আনা পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ছাঁটাই বা সংস্থা বন্ধের জন্য সরকারি অনুমোদনের সীমা ১০০ জন কর্মী থেকে বাড়িয়ে ৩০০ জন করা। এর অর্থ হলো, যে সকল প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের কম কর্মী রয়েছে, তারা সরকারের কঠোর অনুমতি প্রক্রিয়া ছাড়াই ব্যবসা বন্ধ বা ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যদিও এই পদক্ষেপকে সমালোচকরা হায়ার অ্যান্ড ফায়ার" নীতির দিকে যাত্রা হিসেবে দেখছেন। এর একটি গভীর অর্থনৈতিক যুক্তি রয়েছে। পূর্বের কঠোর শ্রম বিধির কারণে অনেক নিয়োগকর্তা কর্মী সংখ্যা ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন, যাতে তারা আইনি জটিলতা এড়াতে পারেন। এর ফলস্বরূপ, দেশে বৃহৎ আকারের শিল্প স্থাপন ব্যাহত হতো এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সরল শ্রম আইনের দেশগুলির দিকে ঝুঁকে পড়তেন। সীমা বৃদ্ধির এই পরিবর্তন নিয়োগকর্তাদের বৃহত্তর স্কেলে ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহিত করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই নতুন কোডগুলো সেই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে, সংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের সুরক্ষা বলয় ভেঙে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষার হাত বাড়িয়েছে এবং একই সঙ্গে শিল্পকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে।

সুতরাং, এই সংস্কার মূলত একটি ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ, যা একদিকে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা এনেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওম প্রকাশ চৌতালাজির একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে: 'যদি শ্রমই না থাকে, তবে এত নিখুঁত শ্রম আইনের কী লাভ?' অর্থাৎ, যদি কঠোর আইনের বেড়াজালে পড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগই সৃষ্টি না হয়, তবে সেই আইনগুলো সমাজের বড় অংশের জন্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই নতুন কোডগুলো সেই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে, সংগঠিত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের সুরক্ষা বলয় ভেঙে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষার হাত বাড়িয়েছে এবং একই সঙ্গে শিল্পকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে। অবশ্যই, কোনো সংস্কারই নিখুঁত হয় না এবং এই নতুন কোডগুলির কিছু অপরিষ্কার দিক বা ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি করতে পারে এমন দিক থাকতে পারে। তাই সংস্কারের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করবে এর কার্যকর এবং মানবিক বাস্তবায়নের ওপর, যাতে শ্রমিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-উভয়ই সুনিশ্চিত হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রোকেয়ার নারীশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি ও সেকাল-একাল

গোলাম কিবরিয়া পিনু

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে, এক জমিদার পরিবারে। আনুমানিক ১৬ বছর বয়সে বিহারের অধিবাসী বিপত্নীক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তার নাম হয় রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তবে তিনি বেগম রোকেয়া নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯০৯ সালের ৩রা মে সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন মারা যান। আর রোকেয়া মারা যান ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর, মাত্র ৫৩ বছর বয়সে।

লেখক হিসেবে গল্প- কবিতা-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, সংগঠক হিসাবে রোকেয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারীর কল্যাণে সংগঠন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। বাঙালি, বাঙালি-মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ তাঁর কর্মকাণ্ডের মূলভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

মৃত্যুর সময় সাখাওয়াতের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল সত্তর হাজার টাকা। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিন্তু সাখাওয়াতের পূর্বপক্ষীয় কন্যা এবং সেই কন্যার স্বামীর পীড়নে অল্পকালের মধ্যে তিনি ভাগলপুর ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তবে বাধা পেলেও নিরুৎসাহ হননি তিনি। কলকাতায় গিয়ে এক বছর পাঁচ মাস পরে, ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ তিনি আর একটি বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেন। স্কুলটির নাম ছিল- "সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল"। রোকেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়, পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে পরিণত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এবং ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে স্কুলটি কলকাতার বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করতে হয়। সাখাওয়াৎ মোমোরিয়াল স্কুলে তফসিরসহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। স্কুল পরিচালনা এবং পাঠদান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য রোকেয়া বিভিন্ন বালিকা স্কুল পরিদর্শন করতেন। পর্যবেক্ষণ করতেন সেসব স্কুলের পাঠদান পদ্ধতিও। কলকাতায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিয়ে আসেন তার স্কুলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়ার নিবেদিত হওয়ার আরও ভূমিকা লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে এমনি সচেতনতা ছিল- শিক্ষা ব্যতিত নারী বিশেষ করে মুসলিম নারীর বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তি সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তারে রোকেয়ার ভূমিকা সেইকালের নিরিখে শুধু তাৎপর্যই ছিল না, ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহসী আর উদ্যমী এক নারীর জীবন সংগ্রামের গৌরবময় ভূমিকা আমরা লক্ষ করি তাঁর জীবনের পরতে পরতে। উনিশ শতক বাঙালি নারী জাগরণের যুগ। সামাজিক অত্যাচার, বিধিনিষেধ, প্রথা, পশ্চাৎপদতা যা নারীকে সীমায়িত করে রাখার শৃঙ্খল হিসেবে বিবেচিত হতো, সেইসব শৃঙ্খল থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য এই সময়ে সমাজে ব্যাপক আলোচনা, উদ্যোগ ও আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে নারী তার নতুন জীবনবোধ নিয়ে অনেকক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও শক্তি অর্জন করে। আধুনিক চেতনা ও নানা সংস্কার নিয়ে হিন্দু সমাজে মহিলাদের জন্য সচেতন প্রয়াস উনিশ শতকে জোরালো হয়, তাতে হিন্দু সমাজের নারীদের কল্যাণ সাধিত হওয়ার পথ যেভাবে উন্মুক্ত হতে থাকে, সেই একইভাবে মুসলিম নারীদের পথ বিকশিত হতে দেখা যায়নি। এর কারণ মুসলমানদের ধর্মীয়-দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাৎ-শিক্ষা সম্পর্কে মনোভাব অনেকাংশে দায়ী। দেরি হলেও, পরবর্তী সময়ে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের আর্বিভাব ও মুসলিম নারীদের শিক্ষার পথ অনেকটা সুগম হওয়ায় মুসলিম নারীদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়।

"পদ্মরাগ" নামের উপন্যাসে রোকেয়ার শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়, যদিও এ-উপন্যাসে তার অন্যান্য বিবেচনা ও মতামত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। ১৯০২ সালে রোকেয়া রচনা করেছিলেন "পদ্মরাগ" নামের এই উপন্যাস। যদিও গ্রন্থাকারে সেটি প্রকাশ পেয়েছিল অনেক বছর পরে, ১৯২৪ সালে। আঠাশ পরিচ্ছেদ নিয়ে "পদ্মরাগ" উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সাধু ভাষায় লেখা এই উপন্যাসে রোকেয়ার অন্যান্য রচনার মতো মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ কবিতাও ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্র "তারিণী-ভবন"। এই ভবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটে উঠেছে। "তারিণী-ভবন" লেখিকার নিছক কল্পনার সৃষ্টি নয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের আর্দশও এই "তারিণী-ভবন" এবং সেই জন্যই আদর্শ, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা নিখুঁত ও সুন্দর। "পদ্মরাগ" উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, দীনতারিণী ও পদ্মরাগ প্রধান চরিত্র দু'টির মাধ্যমে বেগম রোকেয়া তার জীবন প্রতিভাসই উন্মুক্ত করেছেন। নারীশিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়া ভেবেছেন সারাজীবন। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নারীর সীমাবদ্ধ জীবনের শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব বলেও তিনি ভেবেছেন, শিক্ষা নারীর সচেতনতা বাড়িয়ে দিতে পারে, সেইসঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে নারীর সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করা সম্ভব-সেইসাথে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক, সেই তাৎপর্যও মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ "তারিণী-ভবন" অধ্যায়ে-"ছাত্রীদিগকে দুইপাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র- সবই শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাসে কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আর্দশের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।" রোকেয়ার সময়কালে নারীর শিক্ষার ধরন ও শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমিকা কীরূপ ছিল তা উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষা তখনো নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন পরিধিতে বিপ্লতৃত ও বিকাশ লাভ করেনি, ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সাংসারিক কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলোকে ঘিরে শিক্ষা আবর্তিত হচ্ছিল- এ রকম চিত্র উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছদে "নিতান্ত একাকিনী" অধ্যায়ে দেখা যায়- "সিদ্দিকা কারচুরি ইত্যাদি উচ্চদরের সেলাই জানিতেন বটে কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় কাপড় সেলাই করিতে শিখেন নাই! খেলা- পড়া যাহা শিখিয়াছেন, তাহাও এক্ষেত্রে অর্থকরী নহে। ফল কথা, জমিদার-পরিবারের কন্যাগণ যেমন লেখাপড়া- শুধু ভাষাশিক্ষা এবং নানারূপ সূক্ষ্ম সুচিকার্য, উন বুনান ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন, সিদ্দিকাও তাহাই জানিতেন। সুতরাং সিদ্দিকা দেখিলেন, তাঁহার কোন বিদ্যাই পয়সা উপার্জন করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে নাই। অঙ্ক না জানার জন্য লেখাপড়া কাজে আসিল না। শেষে সেলাই করিতে চাহিলেন, তাহাতেও কাটা ছাঁটার হেঙ্গাম। অবশেষে স্থির হইল, তিনি দরিদ্র রোগীদের জামা, পর্দা, চাদরের মুড়ি, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি সেলাই করিবেন।

উনিশ শতকে এসে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে যে নারীশিক্ষার সূচনা হয়েছিল, তারই অংশ হিসেবে অন্তঃপুরে নারীশিক্ষার গোড়াপত্তন হতে আমরা দেখি। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুকূল পরিস্থিতিতে শুধু মিশনারিরা নয়, ব্রাহ্মসমাজ, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান, বিভিন্ন সমিতি-সংস্থা ও সরকার এই ধারার শিক্ষা-কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের সংখ্যায় শিক্ষা বিভাগের ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্ট আলোচিত হয়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কলিকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১০টি এবং ১৪টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, যেগুলি সরকারি সাহায্য পায় না, এবং উভয় স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৭৩২জন, এরমধ্যে মাত্র ৫৮জন ছিল মুসলিম ছাত্রী। এর চেয়েও অধিকতর করুণ চিত্র পাই ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে- সেখানে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৫৩ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ১ জন।

আর বর্তমানে সরকারি হিসাব থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমানে ভর্তির হার শতকরা ৯১ ভাগ যার মধ্যে মেয়ে শিশুরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে (যথাক্রমে ৯৪.৭ শতাংশ ও ৮৭.৮ শতাংশ)। গত কয়েক বছরের এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফল থেকেও দেখা যায়, সব শিক্ষাবোর্ডেই মেয়ে শিক্ষার্থীরা ছেলেদের তুলনায় ভালো কিংবা সমান ফলাফল করছে। দারিদ্র, পারিবারিক অনীহা, ধর্মীয় কুসংস্কার, ইভটিজিং, মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার মতো বাধাসমূহ অতিক্রম করেই মেয়েরা এই সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর এই অগ্রগতির ধারা কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করার প্রবণতাকে মেনে নেওয়া যায় না। নারীরা উনিশ শতক থেকে একবিংশ শতাব্দীর এইসময় পর্যন্ত অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু এই পথচলাকে রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য বহু রকমের টালবাহানা, উপদ্রব ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়ে নারীকে আবারও অবরোধবাসিনী হিসেবে সীমায়িত করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। নিকট অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথ ধরে এগিয়ে যেতে চায় নারীরা কিন্তু কোনো কোনো মহল বহু যুগ আগের অতীতে নিয়ে যেতে চাইছে তাদের, আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী শত শত বছর আগে প্রতিস্থাপন করতে চাইছে নারীদের! তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু কালজ্ঞ-শক্তির লোকেরা নারীদের এগিয়ে থাকা অবস্থানকে ধর্মের নামে, পোশাকের নামে, একরৈখিক ভেদবুদ্ধি দিয়ে ও যুক্তিহীন অমানবিকতার পটভূমি তৈরি করে আবারও শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল পরাতে চাইছে নারীদের!

উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমে যে-সব নারী লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে রোকেয়া ছিলেন গভীরভাবে সমাজসচেতন ও যুক্তিবাদী, অন্যদিকে সমাজ পরিবর্তনে একনিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে ছিলেন উজ্জ্বল পথিকৃত। সমাজ-সাহিত্য-নারী বিষয়ে এগিয়ে থাকা একজন মানুষ হিসেবে তার উত্তর প্রজন্মের নারীরা তার কাছ থেকে পেয়ে আসছেন অনুপ্রেরণা ও সংগ্রাম-অধিকার-জাগরণের প্রেষণা, যা এখনও এক প্রধান উৎসমূল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় গোরখনাথ মন্দিরের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বন্ডি বিচে বন্দুকবাজের হামলায় ১০ জন নিহত, আহত ১২; দুই পুলিশ সদস্যও গুলিবিদ্ধ

সিডনি, ১৪ ডিসেম্বর: অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি সমুদ্র সৈকতে এক ভয়াবহ বন্দুকবাজের হামলায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১২ জন আহত হয়েছেন। হামলার সময় দুই পুলিশ কর্মকর্তাও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এই ঘটনা ঘটে ঠিক যখন সিডনিতে ইহুদি ধর্মীয় উৎসব 'হনুকা'-র প্রথম দিনের অনুষ্ঠান চলছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বন্দুকধারীরা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অন্তত ৫০টি গুলি চালায়। হামলার পরপরই গোটা বন্ডি বিচ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ সাধারণ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনিজ এই হামলাকে 'ভয়াবহ এবং দুঃখজনক' উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের সাহায্যার্থে পুলিশ এবং আপৎকালীন বাহিনী ঘটনাস্থলে কাজ করছে।" তিনি আরও জানান, অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ কমিশনার এবং নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) প্রিমিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তারা একযোগে কাজ করছেন।

ঘটনার সময় বন্ডি বিচে 'চানুকা বাই দ্য সি ২০২৫' নামক একটি ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল, যেখানে কয়েক শো মানুষ সমুদ্র সৈকতে জমায়েত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি শিশুদের খেলার মাঠের কাছে আয়োজন করার কথা ছিল। তবে, বন্দুকবাজের হামলার পর পুলিশ জানায় যে, দু'জন হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে এবং পুরো এলাকা তল্লাশি করে সম্ভাব্য ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইএডি) খুঁজে দেখা হচ্ছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে বন্ডি বিচে গুলিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত সবাইকে সতর্ক করে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটার পর দু'জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন, তবে তাদের আঘাতের মাত্রা এখনও স্পষ্ট নয়।

এছাড়া, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক স্কাই এবং এবিসির ফুটেজে দেখা গেছে, মাটিতে পড়ে থাকা বহু মানুষকে, তবে তাদের মধ্যে কেউ নিহত কিনা তা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। স্থানীয়দের মতে, পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ, তবে পুলিশের অভিযান চলছেই।

এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, হামলায় আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তারা আরও তল্লাশি চালাচ্ছেন।

এই ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নতুন করে প্রশ্ন উঠিয়েছে এবং একের পর এক সহিংসতার ঘটনা দেশটির জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

মেক্সিকোর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পথে, ভারতের উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : মেক্সিকো ভারতের পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সম্প্রতি মেক্সিকোর সেনেট নতুন শুল্ক নীতিতে সম্মতি দিয়েছে, যার ফলে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি না থাকা দেশগুলোর পণ্যের উপর ৫ থেকে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন এবং তাইল্যান্ড এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মেক্সিকোর কর্মকর্তাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, তারা পারস্পরিক লাভজনক সমাধানের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে, আলোচনায় কাজ না হলে, ভারতীয় রফতানিকারকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে নয়াদিল্লি।

ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, "মেক্সিকোর সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আমরা। আমাদের লক্ষ্য স্থিতিশীল এবং ভারসাম্য পূর্ণ বাণিজ্যনীতি তৈরি করা, যাতে দুই দেশের ব্যবসায়ী এবং উপভোক্তা লাভবান হতে পারে।"

এদিকে, গত সেপ্টেম্বরে মেক্সিকো সরকারের সঙ্গে শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু হলেও, ভারতকে শুল্কের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। মেক্সিকোর অর্থ মন্ত্রকের উপমন্ত্রী লুইস রসেন্ডো এবং ভারতের বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়ালের মধ্যে ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে, এবং আরও কিছু বৈঠক পরিকল্পিত রয়েছে।

ভারত থেকে মেক্সিকোতে বিভিন্ন পণ্য রফতানি করা হয়, যেমন গাড়ির যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, জৈব রাসায়নিক, ওষুধ, পোশাক এবং প্লাস্টিকের পণ্য। ২০২৪-২৫ সালে ভারত মেক্সিকোতে প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকার পণ্য রফতানি করেছে, এবং মেক্সিকো থেকে আমদানি করেছে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকার পণ্য।

বর্তমানে ভারতের সরকার মেক্সিকোর শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো পরিকল্পনা নেই, তবে আলোচনা চলছে এবং দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেসি নিয়ে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, ইডি তদন্তের দাবি অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং মেসির কলকাতা সফর নিয়ে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, মেসিকে ভারতে নিয়ে আসতে গিয়ে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ছিল স্টেডিয়ামে দর্শকদের জন্য ১৫০-২০০ টাকায় পানি বোতল বিক্রি, মেসিকে 'চুরি' করা এবং সাধারণ মানুষকে দেখানোর জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করা।

অর্জুন সিং পিটিআইকে বলেন, "স্টেডিয়ামটি হয়ত মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে বুক করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি ছিল জলের বোতল বিক্রি করার দামে। সাধারণ মানুষের জন্য যে বোতল ১০ টাকায় পাওয়া যায়, সেটি সেখানে ১৫০-২০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। আর মেসিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও আপত্তি ছিল সমর্থকদের। এটা চুরি। প্রায় ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে, এবং কোটি কোটি টাকা খাওয়া হয়েছে। এজন্য ইডি তদন্ত হওয়া দরকার।"

তিনি আরও বলেন, "যে চুক্তি হয়েছিল, তা কী ছিল? কত লাভ-লোকসান হয়েছে, তা জানতে হবে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, মেসি দেখতে গিয়ে আমরা টাকা খরচ করলাম, কিন্তু তাদের তো কিছুই দেখা হয়নি।"

এদিকে, ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির ট্যুর ঘিরে তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মেসি মাঠে প্রায় ২০ মিনিট ছিলেন, কিন্তু তাকে ঘিরে প্রায় ৮০ জনের একটি দল ছিল, যার মধ্যে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটা সাধারণ দর্শকরা মেসিকে দেখতে পারেননি। আয়োজক শতদ্রু দত্তের নির্দেশে দর্শকদের মেসির পাশ থেকে সরে যেতে বলা হলেও কেউ তা মানেননি।

এছাড়া, স্টেডিয়ামে দর্শকদের জন্য ২০ টাকার বোতল ১৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়, যার ফলে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে মেসিকে দ্রুত টানেল দিয়ে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর, রেলিংয়ের গেটে তালা ভেঙে জনতা মাঠে ঢুকে পড়ে এবং গ্যালারি থেকে সিট ভেঙে তা মাঠে ফেলে দেয়। দর্শকরা পুলিশকে লাঠিচার্জ করে মাঠ থেকে সরানোর চেষ্টা করলে, সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় অনেক দর্শক স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করতে মাঠের জাল এবং চেয়ার নিয়ে চলে যান।

এই ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মেসির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে তিনি স্টেডিয়ামে যাননি। আন্তর্জাতিক স্তরে এই ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

এখন অর্জুন সিং এবং অন্য বিরোধী নেতারা দাবি করছেন, মেসি সফরের সময় ঘটে যাওয়া দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে ইডি তদন্ত হওয়া উচিত।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে বন্দুক হামলায় ২ নিহত, ৮ জন আহত; সন্দেহভাজন বন্দুকবাজের খোঁজ চলছে

রোড আইল্যান্ড, ১৪ ডিসেম্বর: শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে এক বন্দুকবাজের হামলায় কমপক্ষে দু"জন নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন। হামলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। কর্তৃপক্ষের মতে, হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত বন্দুকবাজ এখনও ধরা পড়েনি।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলার ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ক্যাম্পাসে তল্লাশি চালানো শুরু করে। ডেপুটি পুলিশ প্রধান টিমোথি ও"হারা জানান, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিল কালো পোশাক পরিহিত এক পুরুষ, যাকে শেষবারের মতো হামলার স্থান, ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।

মেয়র ব্রেট স্মাইলি এই ঘটনায় "শেল্টার-ইন-প্লেস" নির্দেশনা জারি করেছেন এবং ক্যাম্পাসের কাছাকাছি বসবাস করা লোকদের বাড়ির ভিতরে থাকার আহ্বান জানান। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে একটি এলার্ট জারি করা হয়, যাতে বলা হয় ক্যাম্পাসে লকডাউন থাকবে এবং সবাইকে সুরক্ষিত থাকতে বলা হয়।

হামলার পর, মেয়র স্মাইলি জানান, আহত আটজনের অবস্থা গুরুতর হলেও বর্তমানে তারা স্থিতিশীল। তবে, আহতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

শনিবারের এই হামলা ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের ভবন "বারুস অ্যান্ড হলি"-তে ঘটে। হামলার সময় সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের পরীক্ষা চলছিল। এক শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলের ঠিক উল্টো দিকের ডরমেটরিতে একটি প্রজেক্টে কাজ করছিলেন।

এক শিক্ষার্থী জানায়, হামলার সময় বারুস অ্যান্ড হলি ভবনের কাছে একটি ল্যাবে থাকা শিক্ষার্থীরা সতর্কবার্তা পাওয়ার পর ডেস্কের নিচে লুকিয়ে পড়েন এবং আলো নিভিয়ে দেন।

ঘটনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এফবিআই ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল এক টুইটে জানিয়েছেন, সংস্থার কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, "দয়া করে জড়িত সকলের জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা যতটা সম্ভব আরও তথ্য আপডেট করব।" অবশ্য, পুলিশ এখনও সন্দেহভাজন বন্দুকবাজের কোনো খোঁজ পায়নি। তল্লাশি চালানো হলেও, বন্দুকবাজের অবস্থান সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো নতুন ঘোষণা করা হয়নি। আহত আটজনের মধ্যে কিছুজনের অবস্থা গুরুতর হলেও, চিকিৎসা চলমান রয়েছে এবং তারা বর্তমানে স্থিতিশীল। তবে, এ ঘটনায় হামলাকারীর পরিচয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিনা, তা নিশ্চিত করা যায়নি।

ভারতের প্রথম দেশীয় হাইড্রোজেন জ্বালানির যাত্রীবাহী জাহাজের বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু

বারাণসী:১৪ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বারাণসীর নমো ঘাটে সম্প্রতি দেশের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় হাইড্রোজেন ফুয়েলচালিত যাত্রীবাহী জাহাজের বাণিজ্যিক পরিচালনার সূচনা করার সাথে সাথে ভারত তার সবুজ সামুদ্রিক প্রচেষ্টায় একটি বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে। জাহাজটি ভারতে প্রথম সামুদ্রিক পরিবেশে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রপালশন প্রদর্শন করে এবং সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি একটি নিম্ন তাপমাত্রার প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল সিস্টেমে কাজ করে যা সঞ্চিত হাইড্রোজেনকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত পরিচ্ছন্ন, টেকসই এবং স্বনির্ভর পরিবহন ব্যবস্থার দিকে একটি রূপান্তরকারী পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে। ভারতের প্রথম দেশীয় হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল জাহাজের উদ্বোধন মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং সমস্ত ক্ষেত্রে সবুজ গতিশীলতার রূপান্তরের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই মাইলফলকটি আমাদের পবিত্র গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষণের বৃহত্তর মিশনকেও শক্তিশালী করে। আমরা যখন আমাদের জলপথে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির অগ্রগতি করছি, তখন আমরা কেবল উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পরিবেশগত দায়বদ্ধতার সঙ্গে উন্নয়নও নিশ্চিত করছি। আজকের এই সাফল্য জাতির জন্য একটি সবুজ, আরও সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ভবিষ্যত গড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অটল সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।

ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া"এর মালিকানাধীন জাহাজটি কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড দ্বারা নির্মিত। পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর জাহাজটি পরিষেবাতে প্রবেশ করে। এই উদ্যোগটি ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-শূন্য কার্বন নির্গমনে পৌঁছানোর জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ জুড়ে পরিষ্কার, টেকসই জ্বালানীর অগ্রগতির জন্য এম.ও.পি.এস.ডব্লুউ"এর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল জাহাজের জন্য বাণিজ্যিক পরিষেবার সূচনা একটি পরিচ্ছন্ন এবং আরও টেকসই সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র তৈরির জন্য ভারতের প্রচেষ্টায় একটি বড় মাইলফলক চিহ্নিত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোনোয়ালের নেতৃত্বে আই.ডাব্লু.এ.আই মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০ এবং মেরিটাইম অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭ এর অংশ হিসাবে উন্নত সবুজ প্রযুক্তি এবং বিকল্প জ্বালানী গ্রহণের দিকে জোর দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এই হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল জাহাজের সফল স্থাপন পরিচ্ছন্ন ও সুসায়ী জলপথের দিকে ভারতের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রকের গভীর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৫০ আসনের জাহাজটি সঞ্চিত হাইড্রোজেনে আট ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারে, ৭ থেকে ৯ নট গতিতে চলতে পারে এবং সম্পূর্ণরূপে দেশীয়, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি দ্বারা চালিত যা নিরাপদ এবং দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করে।

সুদানে বাংলাদেশ সেনার ওপর জঙ্গি হামলায় ৬ সেনা নিহত, ৮ জন আহত

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : সুদানে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ঘাঁটিতে জঙ্গি হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৮ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার, সুদানের দক্ষিণ কোরডোফান রাজ্যের কাদুগলিতে, যেখানে রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী নিরাপত্তা বাহিনী একটি লজিস্টিক ক্যাম্পে ড্রোন হামলা চালানো হয়।

এদিকে, রাষ্ট্রসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন এবং এটিকে "অযৌক্তিক" আখ্যা দিয়ে বলেন, "এই ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।" সুদানের সরকার ও সেনাবাহিনী হামলার জন্য প্যারামিলিটারি গোষ্ঠী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স'কে দায়ী করেছে, তবে আরএসএফ ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস এক বিবৃতিতে নিহত সেনাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বলেন, "শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের ৬ জন বীর শান্তিরক্ষী শহিদ হয়েছেন এবং আরও ৮ জন আহত হয়েছেন।" তিনি রাষ্ট্রসংঘের কাছে আহত সেনাদের জন্য জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রাপ্তির দাবি জানান।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, "এলাকার পরিস্থিতি এখনও অস্থিতিশীল, এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলমান রয়েছে। আহতদের চিকিৎসা ও উদ্ধার অভিযানে কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।"

এদিকে, সুদানে ২০২২ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার ফলে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ঘাঁটিতেও হামলা চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দেশটির সেনারা এবি-ই এলাকায় শান্তিরক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিল।

এছাড়া, ইউনিসিএফএ'র ৪,০০০ শান্তিরক্ষী ও পুলিশ সদস্যরা দক্ষিণ কোরডোফান অঞ্চলে অসামরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে ছিলেন।

এই হামলার পর বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকও এক বিবৃতিতে জঙ্গি হামলার কড়া নিন্দা জানিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ হিসেবে এটিকে চিহ্নিত করেছে।

সুদানে চলমান গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

গোয়া নাইটক্লাব অগ্নিকাণ্ড: থাইল্যান্ড থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে দুই মালিক গৌরব ও সৌরভ লুথরাকে

আরাপুরা, ১৪ ডিসেম্বর : গোয়ার আরাপুরা এলাকার এক নাইটক্লাবে আগুন লেগে ২৫ জনের মৃত্যু হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত দুই মালিক গৌরব ও সৌরভ লুথরাকে থাইল্যান্ড থেকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হতে পারে।

পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "থাইল্যান্ড থেকে ওই দুই মালিককে ভারতে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, "থাইল্যান্ড সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।"

এছাড়া, জানা গেছে যে দুই লুথরা ভাইয়ের ভিসা ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে, ফলে তারা বর্তমানে থাইল্যান্ডে অবৈধভাবে অবস্থান করছেন। থাই আইন অনুযায়ী তাদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে গোয়ার আরাপুরা এলাকার একটি নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যার ফলে ২৫ জন কর্মীসহ বহু পর্যটক নিহত হন। এই ঘটনার পরই নাইটক্লাবের দুই মালিক গৌরব এবং সৌরভ লুথরা দেশ ছেড়ে থাইল্যান্ড পালিয়ে যান। এরপরই তাদের ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, লুথরা ভাইদের দেশে ফেরানোর পর তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে।

PRESS NIET. NO. 09/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26 Dated. 09-12-2025

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /TTAADC /Railway for the following work through e-procurement portal :-

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 66/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 1,941,393.00	₹ 38,828.00
2	DNIeT No. 67/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 199,524.00	₹ 3,990.00
3	DNIeT No. 68/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26	₹ 470,304.00	₹ 9,406.00

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 17- 12-2025
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 17-12-2025 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II/ Udaipur/ Kakraban/ Killa/ Rig and the website https://www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-3443/25

Executive Engineer
DWS Division, Udaipur Gomati District, Tripura

রবিবার সিপিএমের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোলেস্টেরল থেকে ডায়াবেটিস ডায়েটে যোগ করুন কিশমিশ

কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। সুস্বাদু ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে অন্যতম এই কিশমিশ। অনেক খাবারেই কিশমিশ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কিশমিশ সবাই খান, কিন্তু কালো কিশমিশের কথা শুনেছেন? শুকনো আঙ্গুর দিয়ে তৈরি কালো কিশমিশ খুবই মিষ্টি ও রসালো। সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি কিশমিশ স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। সারারাত জলে ভিজিয়ে সকালে কালো কিশমিশ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। রক্ত পরিশোধন থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কালো কিশমিশ খুবই কার্যকরী। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে আয়রন সহ বহু উপাদান যা শরীরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এই কালো কিশমিশ। আসুন জেনে নেওয়া যাক শরীরের জন্য কতটা উপকারী এই কালো কিশমিশ

রক্ত পরিষ্কার হয়-

আমাদের রক্তে ময়লা জমে ত্বক প্রাণহীন হয়ে যায় এবং ব্রণ ও ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে তা রক্ত থেকে বিষাক্ত, বর্জ্য এবং অপবিত্র পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। আসলে, পটাসিয়াম আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে, যা উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ। পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য উপকারী।

হাড় মজবুত করে- পটাশিয়াম ছাড়াও কালো কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যা আমাদের হাড়কে মজবুত করতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপরোসিসের মতো গুরুতর হাড়ের রোগ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে হাড় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ রাখে। এছাড়া কালো কিশমিশ দাঁত মজবুত করতেও সাহায্য করে।

চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে —

বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত কালো কিশমিশ খেলে এই সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। কালো কিশমিশে উপস্থিত পুষ্টিগুণ মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, যা চুল পড়া কমাতে পারে। এতে উপস্থিত উচ্চ ভিটামিন সি চুলের পুষ্টি জোগায়, যার ফলে চুলের অকাল পাক ধরা রোধ হয়।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায় — কালো কিশমিশ কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে উপস্থিত পলিফেনল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ মহিলাদের জন্য ভীষণ উপকারী। কারণ এতে আয়রনের পরিমাণ বেশি। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, যা রক্তাল্পতা নিরাময় করে।

কোলেস্টেরল হার্টের সবচেয়ে বড় শত্রু

কোলেস্টেরল হার্টের সবচেয়ে বড় শত্রু। যে কারণে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা দেখে রাখতে হয়। তা প্রয়োজনের তুলনায় বেড়ে গেলে খুবই সমস্যার হতে পারে। তবে অনেকেই জানেন না যে কোলেস্টেরলের থেকেও ক্ষতি কর হল ট্রাইগ্লিসারাইড। শরীরে যদি ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়ে তাহলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা আসতে পারে। কোনও ভাবেই ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। ট্রাইগ্লিসারাইড হল হার্টের সমস্যার অন্যতম ইঙ্গিত। ট্রাইগ্লিসারাইড একপ্রকার চর্বি যা রক্তে জমা হয় আর শরীরকেও শক্তি দেয়। শিরায় অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড জমতে থাকা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। এতে বলা হয় হাইপারট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া। এর ফলে হঠাৎ করে মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে, হাচতে-পায়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তা হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণও বটে। ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়তে থাকলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যাও হতে পারে। আর প্রধান কারণ খাওয়াদাওয়া। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে সমস্যা হবেই। সেই সঙ্গে তালিকাতে যদি এই সব খাবার থাকে তাহলে আরও বেশি মুশকিল। এর মধ্যে পয়লা নম্বরেই আছে মাটন। মাটনের মধ্যে চর্বি থাকে। সপ্তাহে একদিন করে খেলেই তা সরাসরি হার্টের চারপাশে জমতে শুরু করবে। রোজ খেলে তো কথাই নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। মাটনের পাশাপাশি বিরিয়ানি, পোলাও, কষা মাংস এসবও খাওয়া চলবে না।

ফুকটোজ বেশি আছে এমন কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। এতে ওজন বাড়বে। শুধু তাই নয়, এতে ইনসুলিন হরমোনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে ওজন নিজের গতিতে বাড়তে থাকবে। কোল্ডড্রিংক, আইসক্রিম, মিষ্টি, আলু, ময়দার তৈরি খাবার বাদ দিতে হবে। চাউমিন, পাস্তা, বার্গার এসবের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট অনেক বেশি। অনেকেরই কাজের সঙ্গে মুখ চলতে থাকে। কাজের ফাঁকে চিপস, কফি, চকোলেট, চানাচুর, বিস্কুট এসব খেতে থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা রোজ দুপুরে বাইরের খাবার খান। তেল-মশলাযুক্ত খাবার শরীরের জন্য ভয়ংকর। আমাদের রাজ্যে যে আবহাওয়া থাকে তাতে সহজপাচ্য কোনও খাবার ছাড়া হজম হওয়া মুশকিলের। তাই এই অভ্যাস ছাড়তে হবে। খাওয়ার পর কোল্ডড্রিংক খাওয়ার অভ্যাস খুবই খারাপ। এতে হজম হয় না উল্টে রক্ত শর্করার পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। সোডা ওয়াটার আর চিনি এই দুই এর মিশেলে যা তৈরি হয় তা শরীরের জন্য একরকম বিষ। মদ, মাংস, ফাস্টফুড, তেলেভাজা, মিষ্টি ছাড়তে না পারলে কোনও গতি নেই।

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বাড়ছে থাইরয়েড

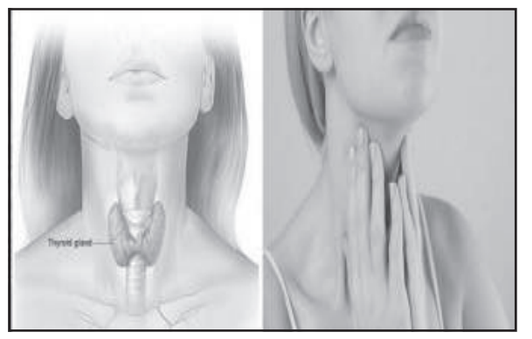

থাইরয়েড সমস্যা মহিলাদের মধ্যে খুব সাধারণ, যার কারণে ওজন বৃদ্ধি বা হঠাৎ কমে যাওয়া, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অনিদ্রার মতো সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগের পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং এর কারণ ও প্রতিকার কী?

'হাইপারথাইরয়েডিজম' বা 'হাইপোথাইরয়েডিজম' যাকে সহজ ভাষায় থাইরয়েড রোগ বলা হয়। এর পিছনে দায়ী একটি হরমোন। যা আমাদের গলায় অবস্থিত একটি গ্রন্থি দ্বারা উতাদিত হয়। এই প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থিটি থাইরয়েড গ্রন্থি নামে পরিচিত। এই গ্রন্থি থেকে অস্বাভাবিক পরিমাণে হরমোন ক্ষরণ হলে তা শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি বা ওজন কমানো। এই অবস্থাকে থাইরয়েড বলা হয়। থাইরয়েডের সমস্যা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

থাইরয়েডের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর চিকিৎসা সহজ নয়। একই সময়ে, মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। আসুন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নিই এর পেছনের কারণ এবং প্রতিরোধে করণীয় কী?

মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা অনেকটাই বেশি দেখা যায়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন বেশি থাকে। এছাড়াও শরীরে প্রোজেস্টেরন (প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয়) নামে একটি হরমোন রয়েছে। এই দুটি হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা ওঠানামার কারণে,থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দেয়। মহিলাদের উচ্চ থাইরয়েডের সম্ভাব্য কারণ- গর্ভাবস্থায়, মহিলাদের শরীরে অনেক হরমোনের পরিবর্তন ঘটে এবং এটি থাইরয়েডের কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে। এই কারণেই অনেক মহিলা গর্ভাবস্থায় থাইরয়েডের সমস্যার সম্মুখীন হন।

অন্যান্য কারণ- সৌন্দর্যের জন্য অনেক ধরনের পণ্য ব্যবহার করেন মহিলারা। যাতে উপস্থিত রাসায়নিক আপনার এন্ডোক্রাইন সিস্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে (হরমোন তৈরি করে এমন অনেক গ্রন্থি দ্বারা গঠিত), যা শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে মহিলাদের শরীরে থাইরয়েডের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়।

থাইরয়েড হলে এসব থেকে দূরে থাকুন-

শরীরে থাইরয়েডের পরিমাণ বেড়ে গেলে চা, কফির থেকে দূরে থাকুন, কারণ এতে ক্যাফেইন থাকে। এ ছাড়া উচ্চ চিনিযুক্ত জিনিসও এড়িয়ে চলতে হবে। অত্যধিক চিনি গ্রহণ করলে শরীরে হরমোন ক্ষরণের ভারসাম্য দেখা দেয়। যার সরাসরি যোগ রয়েছে থাইরয়েডের সঙ্গে। দুগ্ধজাত পণ্য, যেমন পনির, দুধ কমিয়ে ইত্যাদি খাওয়া কমিয়ে দিন। খাসির মাংস খেতে পছন্দ করলেও, এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একেবারেই পাত থেকে বাদ দিতে হবে। ডায়েটে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। তাহলেই সুস্থ থাকবেন ও বশে থাকবে থাইরয়েড।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে গাঁটে-গাঁটে ব্যথা হতে থাকে

আমেরিকান কলেজ অফ রিউম্যাটোলজির এক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন। দেহে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে গাঁটে-গাঁটে ব্যথা হতে থাকে। ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে মাটিতে পা ফেলা যায় না। হাতের আঙুল ঠিক করে মুঠো করা যায় না। হাতে-পায়ের অস্থিসন্ধিগুলি ফুলে থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে অনেক সময় পায়ের বুড়ো আঙুল বা পায়ের গোড়ালি ফুলে যায়। তার সঙ্গে মারাত্মক যন্ত্রণা হতে থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে আগে-ভাগেই মুসুর ডাল, টমেটো, ঢ্যাঁড়শ খাওয়া ছেড়ে দেন। কিন্তু এগুলো খাওয়া ছেড়ে দিলেই যে ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে না, এমন কোনও নিয়ম নেই। বরং, কোন কোন খাবার খেলে ইউরিক অ্যাসিড কমবে, তা জেনে নিন।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার: ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের পরিমাণ বাড়ান। ওটস, ডালিয়া, চিয়া সিড, ফ্ল্যাক্স সিডের মতো দানাশস্য খেতে পারেন। এছাড়া সবজি খান। সবজিতে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় ফাইবার রয়েছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন: প্রোটিন খাবার বেশি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাণীজ প্রোটিন খেলেই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে পারে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই ডাল খেতে পারেন। এছাড়া দানাশস্য, শাকসবজি পাতে রাখুন।

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য: দেহে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে দুধ খাওয়া জরুরি। এতে শরীরে ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। এটি গাঁটের ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে। কিন্তু 'ফুল ফ্যাট' দুধ খেলে চলবে না। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে 'লো ফ্যাট' দুধ খান। এছাড়া টক দই, ছানা ইত্যাদি খেতে পারেন। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার: ভিটামিন সি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে বশে রাখতে সাহায্য করে। লেবুজাতীয় ফল, স্ট্রবেরি, পেয়ারা, আপেল, কলা ইত্যাদি খান। এছাড়াও ব্রকোলি, ফুলকপি, বেলপেপারের মতো সবজি খেতে পারেন। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড: ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ফ্ল্যাক্স সিড, আখরোটে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এছাড়া তেলযুক্ত মাছের মধ্যেও ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়া পাশাপাশি শরীরচর্চা করুন এবং ওজনকে বশে রাখুন। এতে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে

রক্তে লোহিত রক্তকণিকা বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে রক্তাল্পতা বা অ্যানেমিয়া দেখা দেয়। পুরুষদের মধ্যেও এই রোগ দেখা দিলেও রক্তাল্পতার ঝুঁকি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এমনকী উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার সমস্যা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্তাল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। মূলত দেহে আয়রনের ঘাটতি থাকলে এই রোগ দেখা দেয়। মহিলাদের দেহে প্রতি লিটার রক্তে

১২০ গ্রামের কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা থাকলেই, এটি অ্যানেমিয়া। মহিলাদের দেহে রক্তাল্পতার উপসর্গ:

হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমলে দেহে অক্সিজেনের ঘাটতিও তৈরি হবে। এর জেরে আপনি একটু কাজ করেই হাঁপিয়ে যাবেন। যে কোনও কাজ করতে গেলে আপনার ক্লান্তি বোধ হবে। রক্তাল্পতার সমস্যায় ভুগলে সারাদিন জুড়ে ক্লান্তি থাকে। মাথা ঘোরা ও মাথা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। তার সঙ্গে বিষণ্ণতা বাড়ে। আয়রনের ঘাটতির কারণে অনেক মহিলাই মানসিক সমস্যায় ভোগেন।

অনেকেই মহিলাই সারাবছর চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন। মুঠো-মুঠো চুল পড়তে শুরু করলে প্রসাধনী পরিবর্তনের বদলে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন। দেহে আয়রনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে। এছাড়া মুখ-চোখ শুকনো দেখায়। রক্তাল্পতার প্রভাবে ত্বক ফ্যাকাশে দেখায়। অনেক সময় হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ধরনের লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যে কোনও রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় হলে, সহজেই সুস্থ হয়ে ওঠা যায়। আর যদি প্রথম থেকে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখেন, তাহলে সহজেই এড়ানো যায় রক্তাল্পতার ঝুঁকি। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে খাবারের উপর জোর দিন। এমন বেশ কয়েকটি খাবার রয়েছে, যা খেয়ে আপনি রক্তাল্পতার ঝুঁকি এড়াতে পারবেন।

যে সব খাবার কমাবে রক্তাল্পতার ঝুঁকি:

যে সব ফল ও সবজির মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, সেগুলো রোজ খান। লেবু জাতীয় ফল, কিউই, আপেল, পেয়ারায় ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এগুলো আয়রনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। একইভাবে, টমেটো, ব্রকোলি, বাধাকপি, ফুলকপি খান। আয়রন সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে পালং শাক ও বিটরুট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া ড্রাই ফ্রুটস রাখুন ডায়েটে। আমন্ড, কাজু, কিশমিশ, খেজুর খান। রক্তাল্পতা থেকে সেরে উঠতে রেট মিট খেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে। এছাড়া মুরগির মাংস, মুরগির মেটে, মাছ, ডিম ইত্যাদি খেলে সহজেই রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমানো যায়।

মাইক্রোওয়েভ অভেনে খাবার গরম করার সময় কোন পাঁচ ভুল এড়িয়ে চলা দরকার?

রান্না করা খাবার গরম হয়ে যায় দু'মিনিটে। চা খাওয়ার জন্য আর গ্যাস জ্বালিয়ে গরম জল করতে হয় না। কাপে জল দিয়ে মাইক্রোওয়েভ অভেন চালিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যায়। রান্নার চেয়েও খাবার গরম করা ও ছোটখাটো সুবিধার জন্য মাইক্রোওয়েভের কদর বাড়ছে। কিন্তু খাবার গরম করতে গিয়ে ছোটখাটো নানা ভুলেই খাবার নষ্ট হতে পারে।

আবার ঠিকমতো গরম না-ও হতে পারে। কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা দরকার? ১. খাবার গরম করার সময় ঢাকা দেন না নিশ্চয়ই। এতে খাবার শুকনো হয়ে যেতে পারে। স্বাদেও তফাত হতে পারে। পাশাপাশি গরম করার সময় খাবার ছিটকে মাইক্রোওয়েভ অভেনের ভিতরটাও নোংরা হতে পারে। তাই ঢাকা দিয়ে খাবার গরম করলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। ২. হাতের কাছে যা পাত্র পান, খাবার গরম করার জন্য সেটাই কি বসিয়ে দেন? সেই তালিকায় প্লাস্টিকের টিফিন বক্স, স্টিলের বাটি সবই থাকে কি? এতে মাইক্রোওয়েভ অভেন যেমন খারাপ হতে পারে, তেমনই ক্ষতিকর প্লাস্টিক গলে খাবারে মিশে যেতে পারে। মাইক্রোওয়েভ অভেনে খাবার গরম করার নির্দিষ্ট বাসন পাওয়া যায়। অভেনে রান্না করতে হলে মোটা কাচের বাসন দরকার হয়। প্লাস্টিকের যে সমস্ত পাত্র খাবার গরম করার উপযুক্ত, তা কিন্তু রান্না করার উপযোগী নয়।

৩. সুবিধার জন্য অনেকেই একটি থালায় বিভিন্ন খাবার রেখে মাইক্রোওয়েভ অভেনে ২ মিনিট গরম করে নেন। কিন্তু ওই সময়ে তরকারি গরম হলেও, রুটি কিন্তু শুকিয়ে পাঁপড় হয়ে যাবে। প্রতিটি খাবার কত ক্ষণ গরম হবে তা নির্ভর করে তা কতটা ঠান্ডা ও তার পরিমাপ কেমন,তার উপর। তা বুঝেই অভেনের তাপমাত্রা ও সময় নির্ধারণ করতে হবে। ৪. তরকারি হোক বা মাছ-মাংস, অনেক সময় খেতে গিয়ে দেখা যায় কাই গরম হয়েছে কিন্তু মাংসের ভিতরটা ঠান্ডা কিংবা আলুর ভিতরটা ঠিক মতো গরম হয়নি। সমস্যা সমাধানে খাবারটি গরম করার মাঝে এক বার হাতা বা চামচ দিয়ে নাড়িয়ে নিন। এতে খাবারের সমস্ত অংশ সঠিক ভাবে গরম হবে। ৫. মাইক্রোওয়েভ অভেনে "বিপ বিপ" শব্দ হলেই কি তা বন্ধ করে দেন? তখনও কিন্তু খাবার গরম হওয়ার প্রক্রিয়া চলে। তাই শব্দ হওয়ার পর কিছু ক্ষণ খাবারটি রেখে দিলে ভাল ভাবে গরম হবে।

ওজন ঝরাতে খালি পেটেই লেবু জল খান

লেবুর জল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। লেবুর জল ওজন কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ উপকারী। কিন্তু লেবুর জল ঠিকমতো পান না করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে খালি পেটে লেবুর জল খান,এই অভ্যাস খারাপ না ভাল? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কী মত? লেবুর জল শরীরের জন্য উপকারী এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কবে খালি পেটে খেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে পেট ও দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর কী-কী ক্ষতি করে খালি পেটে লেবু জল? আসুন জেনে নেওয়া যাক

লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও লেবুর গুণের শেষ নেই। গরম জলে লেবু খেলে বাড়তি মেদও ঝরে এই নিয়েও কোনও মতবিরোধ নেই। তবে খালি পেটে নয়। জানুন কী ক্ষতি করছেন নিজের

দাঁতের জন্য খারাপ- খালি পেটে লেমনেড পান করলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। লেবুতে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এটি দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে। এতে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়।

জলশূন্যতা- সকালে কিছু না খেয়ে লেবুর জল পান করলে জলশূন্যতা হতে পারে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রয়েছে। ফলে এতে ঘন-ঘন প্রস্রাব পায় এবং কিডনিতে চাপ পড়ে ও শরীরে জলশূন্যতা দেখা দেয়।

হাড়ের ক্ষয়- খালি পেটে লেবুর জল পান করলে হাড়েরও ক্ষতি করে। খালি পেটে এই পানীয় খেলে হাড়ের মধ্যে উপস্থিত ফ্লুইড শোকাতে শুরু করে, যার কারণে হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্রস্রাবের সমস্যা লেবুর জল মূত্রবর্ধক। খালি পেটে এটি বেশি পান করলে প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে। খালি পেটে লেবু জল পান করার কারণে ঘন-ঘন প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত মাত্রায় লেবু জল পান করলে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ওজন কমানোর জন্যই মানুষজন পান করে থাকেন এই পানীয়। তবে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ছাড়া লেবু জল পান না করাই ভাল। এছাড়া মাথায় রাখবেন আরও একটি বিষয়, লেবুর জল পান করার আগে বা পড়ে কোনোও ধরনের দুগ্ধজাত খাবার খাবেন না।

ঘন ঘন গ্রিন টি-তে চুমুক দিলেই কি ওজন কমবে?

গ্রিন টি খাচ্ছেন সে ভাল কথা, কিন্তু নিয়ম মেনে খাচ্ছেন তো? গ্রিন টি-কে সাধারণ লিকার চা বা দুধ চায়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এই চা যেমন খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে, তেমনই পদ্ধতিও আছে। ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিলেই যে বেশি উপকার পাবেন, এই ধারণা ভুল। বরং পরিমিত ও নিয়ম মেনে খেলেই গ্রিন টি-তে ভরপুর উপকার পাওয়া যাবে।

কী কী নিয়ম মানতে হবে?

১) গ্রিন টি-তে ভুলেও চিনি বা গুড় দেবেন না। মিষ্টি দেওয়া গ্রিন টি খেলে কোনও লাভই হবে না।

২) পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তীর পরামর্শ, গ্রিন টি খাওয়ার নিয়ম হল

ভরা পেটে খাওয়া। সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খেয়ে ফেললেই বিপদ। এর ট্যানিন বদহজম, গ্যাস-অম্বলের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৩) খাবার খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক পরে গ্রিন টি খেলে সুফল পাওয়া যাবে। খেয়ে উঠেই গ্রিন টি-তে চুমুক দিলে কিন্তু কোনও লাভই নেই। ৪) রাতের খাওয়ার পরে অনেকেই শোয়ার আগে গ্রিন টি খান। এই অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়। কারণ এই চায়ের ট্যানিন আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম হজম করতে পারে না। তাই রাতে খেলে খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলি হজম হবে না। ফলে বদহজমের সমস্যা দেখা দেবে। পেটের গোলমালও হতে পারে। ৫) গ্রিন টি খাওয়ার পর পরই কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। এতে ওষুধের উপাদানগুলি গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৬) একই টি-ব্যাগ একাধিক বার ব্যবহার না করাই ভাল। তাতে উপকার তো হবেই না, রেখে দেওয়া চায়ের ব্যাগে জীবাণুও জন্মাতে পারে।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

হরিয়ানায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ১১ শ্রেণীর ছাত্রীর মৃত্যু

ভাগবি, ১৪ ডিসেম্বর: হরিয়ানার ভাগবি গ্রামের কাছে আজ সকালে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ১১ শ্রেণীর ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও ১৮ জন ছাত্র, তিন শিক্ষক, বাসের চালক, কন্ডাক্টর এবং বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন।

এটি ঘটেছে দাদরি-বিরোহর রোডে, যেখানে একটি প্রাইভেট স্কুল বাস প্রতাপগড়ের দিকে যাচ্ছিল। বাসটি হরিয়ানা রোডওয়েজের বাসটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, প্রাইভেট স্কুল বাসটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রাজ্য প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে আহতদের উদ্ধার করতে এম্বুলেন্স পাঠায়। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; তবে ১১ শ্রেণীর ছাত্রী ইশিকা ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

দুর্ঘটনার পরে ইশিকার পিতা বিজয় কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানান, ''ইশিকা সকাল ৮.৩০ টায় স্কুল ট্যুরে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। তবে এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্ঘটনার খবর পাই এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছাই।'' হরিয়ানা রোডওয়েজের জেনারেল ম্যানেজার নভীন শর্মা জানান, ''দুর্ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। তদন্তের পরই কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং এই প্রাণহানির কারণ কি ছিল, তা জানানো যাবে।''

অন্যদিকে, হরিয়ানার রেওয়ারী জেলার জাতীয় মহাসড়ক ৩৫২ডিতে রবিবার ঘন কুয়াশার কারণে ভিজিবিলিটি কমে যাওয়ার ফলে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে একাধিক বাসের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে।

এলপিজি

● প্রথম পাতার পর

রক্তের দাগ লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই মুহূর্তের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় ভিড় জমতে শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানায় বিষয়টি জানানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ওই সিলিন্ডার দুটি কোথা থেকে এসেছে এবং রক্তের দাগের উৎস কীতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না।

প্রলোভন দিয়ে কার্যকর্তা

● প্রথম পাতার পর

ড্রাইভের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে আমাকে টার্গেট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কতজন মেম্বার বানাতে পারবো। আমি কিছু না জেনে ৩ লাখ মেম্বার করার কথা বলে দিই। যদিও পরবর্তী সময়ে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির ৭ লক্ষ মেম্বার করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে আমাদের মধ্যে অনেকে বিভাজন সৃষ্টি করে সম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র মানে না। এরপরও বাধ্য হয়ে মুখোশ পরে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান।

ডাঃ সাহা বলেন, পৃষ্ঠা প্রমুখ, মন্ডল সভাপতি, জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্বাস শব্দটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই বিশ্বাস থাকলেই আমাদের পার্টি আরো শক্তিশালী হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যতোই ধমকানো চমকানো হোক, যারা সারেন্ডার বাহিনী আছে তাদেরকে উস্কিয়ে কিংবা তাদের উপর ভিত্তি করে আগামীদিনে মনে করছে ছাড় পাবে। কিন্তু ছাড় পাবে না। আমাদের নেতৃত্ব রয়েছেন। আমাদের অভিভাবক রয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আমাদের অভিভাবক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সারা পৃথিবীকে যিনি দেখে রাখেন সেই অভিভাবক হচ্ছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুতিন দিন আগে কল্যাণপুরে গিয়ে আমার চোখে জল এসেছিল। কিভাবে নিরীহ ২৬ জন শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মানুষকে রাতের বেলায় নৃশংসভাবে একে রাইফেলের গুলিতে খুন করা হয়েছিল। এখনো সেই বর্বর হত্যাকাণ্ড নিয়ে সমস্ত মানুষের মধ্যে আক্রোশ জমে রয়েছে। আর সিপিএম জমানায় শুধু দক্ষিণ জেলাতেই ৬৯ জন খুন হয়েছিলেন। ত্রিপুরার যেকোন জায়গা সেই সময় খুনের সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করেছিল। নির্বাচনের আগে একবার, আর নির্বাচনের পরে আরো একবার সন্ত্রাস হয়েছিল। আমি সিপিএমের এক একজন বড় বড় নেতাকে দেখেছি। তারা যে তাত্ত্বিক কথা বলেন, আমি বলবো আমাদের কারণে তাদের উত্থান। তাদের সময়ে ঘুম থেকে উঠলেই জিন্দাবাদ শুনতে হতো। একটা আতঙ্কের পরিবেশ।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমরা ভারত মাতাকে সম্মান করি। রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারায় আমরা চলি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পণ্ডিত দীন দয়ালকে স্মরণ করে আমরা মঞ্চে বসি। ১৯৮০ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হয়। সেই থেকে ২/৩ জন এমপি (সাংসদ) নিয়ে পথচলা শুরু হয়। আর এখন ২৪০ জন এমপি। এরআগে ছিল ৩০৩।

ডাঃ সাহা বলেন, পৃষ্ঠা প্রমুখদের উপর ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক ভরসা। প্রলোভন দিয়ে কার্যকর্তা তৈরি করা যায় না। কাজের মধ্য দিয়ে কার্যকর্তার পরিচয়। সমর্পণের ভাবনা থাকলেই পার্টি করা যায়।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোদি আছেন বলে সবই সম্ভব। ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আমরাও ২০৪৭ এ বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এজন্য আমরা রোড ম্যাপ তৈরি করেছি। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। আর এটাকে প্রথম স্থানে নিয়ে আসতে হবে। কল্যাণপুর গনহত্যা মামলার সঙ্গে জড়িতরা এখন মুখোশ পরে জ্ঞান বিতরণ করছে। সারেন্ডার করলেও আইন অনুযায়ী খুন, ধর্ষণ মামলায় কিন্তু কোন মাফ নেই। আমি কল্যাণপুরে গনহত্যা মামলায় ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য কথা দিয়ে এসেছি। নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করতে হবে।

দিনের সম্মেলনে কমিউনিস্টদের এক হাত নিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেবও। তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা কখনোই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে সক্ষম নয়এমনই কড়া মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরো বলেন, ''মাওবাদ আর পলিটব্যুরোই কমিউনিস্টদের আসল চেহারা। এই কারণেই বিজেপি শুরু থেকেই বামেদের বিরোধিতা করে আসছে।''

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, কমিউনিস্টরা সবসময় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এসেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের উন্নয়নে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। জনগণের কাছে বামেদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত পৃষ্ঠা প্রমুখদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তাঁদের উজ্জীবিত করেন এবং নিজের গ্রাম ও এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। নিজের এলাকার বৈশিষ্ট্য ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। জনগণের সেবায় নিজেদের শক্তিকে চিহ্নিত করে সেই শক্তিকেই হাতিয়ার করার আহ্বান জানান সাংসদ।

অনুষ্ঠানে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ মানুষের সেবায় সর্বদা ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, মন্ত্রী রতনলাল নাথকে 'চাণক্য'-এর সঙ্গে তুলনা করে রাজ্য রাজনীতি ও শাসক দলের সাংগঠনিক বিস্তারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন সাংসদ।

এই সম্মেলনকে ঘিরে বিজেপির সাংগঠনিক স্তরে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, যেকোনো নির্বাচনে জয়লাভের জন্য উন্নয়ন, জনসাধারণের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং পৃষ্ঠাপ্রমুখদের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ আরো বলেন, এই সম্মেলন কোনও সাধারণ জনসভা নয়। পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনের আগে আমরা একাধিক বৈঠক করেছি এবং একটি সমীক্ষাও পরিচালিত হয়েছে। আজ যদি নির্বাচন হয়, তাহলে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপিই জয়লাভ করবে। আমি পৃষ্ঠাপ্রমুখদের কাছে আবেদন জানিয়েছি অন্যান্য দল থেকে আরও বেশি ভোটারকে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য।

তিনি আরও বলেন, পৃষ্ঠাপ্রমুখরাই দলের মূল স্তম্ভ।দলের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করতে পৃষ্ঠাপ্রমুখদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংগঠন, পৃষ্ঠাপ্রমুখদের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক এবং উন্নয়ন এই তিনটি বিষয় নির্বাচনী জয়ের জন্য অপরিহার্য। আমরা এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের কার্যকর্তারা একেবারে তৃণমূল স্তরে প্রোথিত।

শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে তিনি বলেন, আজ এত তীব্র রোদ থাকা সত্ত্বেও একজন পৃষ্ঠাপ্রমুখও নিজের আসন ছেড়ে ওঠেননি। এটি আমাদের সংগঠনের শৃঙ্খলার পরিচয়। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত মণ্ডল কার্যকর্তা এবং ১৩৪ জন জনপ্রতিনিধি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, পৃষ্ঠাপ্রমুখরাই আমাদের সংগঠনের মেরুদণ্ড। তাঁদের নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি ও নিরলস পরিশ্রম আমাদের একটি আরও শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মান জানানো শুধু কর্তব্য নয়এটি আমাদের দায়িত্ব। পৃষ্ঠাপ্রমুখরা সারা বছর ধরে দলের জন্য কাজ করে যান।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, গালির জবাব কখনো পাল্টা গালি বা বুলিতে দেওয়া উচিত নয়, বরং কাজের মাধ্যমেই তার জবাব দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে মথার পক্ষ থেকে করা কটাক্ষ ও গালাগাল প্রসঙ্গে পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

রাজীব ভট্টাচার্য আরো বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে। বিজেপির মধ্যে জাতপাত বা বিভেদ নেই বলেও তিনি স্পষ্ট করেন। তাঁর বক্তব্য, সমাজের সব স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলাই বিজেপির মূল লক্ষ্য।

এদিন পৃষ্ঠা প্রমুখদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন, পৃষ্ঠা প্রমুখরাই বিজেপির প্রকৃত শক্তি। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছিল, তার নেপথ্যে পৃষ্ঠা প্রমুখদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। একইভাবে ২০২৩ সালের নির্বাচনে নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সুদৃঢ় সংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে বিজেপি আবার সাফল্য অর্জন করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, আগামী ২০২৮ সালেও দেবতুল্য পৃষ্ঠা প্রমুখদের হাত ধরেই ত্রিপুরায় পুনরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবেএই বিশ্বাস দলের অটুট রয়েছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা সঞ্চার করেন।

এদিনের এই সম্মেলনে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৬টি বুথ থেকে মোট ১,১২০ জন পৃষ্ঠাপ্রমুখ এবং ১৩৪ জন জনপ্রতিনিধির উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, এলাকার বিধায়ক তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিধায়ক ভগবান দাস সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

পঙ্কজ চৌধুরী উত্তর প্রদেশ বিজেপি-র নতুন সভাপতি, দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে নতুন দিগন্ত

লখনউ, ১৪ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরীকে রবিবার উত্তর প্রদেশ বিজেপি ইউনিটের নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তার নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং ব্রজেশ পাঠক।

শনিবার পঙ্কজ চৌধুরী দলীয় সভাপতির পদে মনোনয়ন পত্র জমা দেন এবং তিনি একমাত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্মকর্তা মহেন্দ্র নাথ পান্ডে ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ তাওয়দের কাছে।

মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় যোগী আদিত্যনাথ, তাঁর দুই উপমুখ্যমন্ত্রী এবং জলশক্তি মন্ত্রী স্বতন্ত্র দেব সিং উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ভূপেন্দ্র চৌধুরী তাঁর উত্তরসূরী পঙ্কজ চৌধুরীকে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

পীযূষ গোয়াল পঙ্কজ চৌধুরীকে নির্বাচিত হওয়ার সনদ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বিজেপিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'বিশ্ব সম্প্রদায় বিজেপি-র শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে চমকিত।'

গোয়াল আরও বলেন, 'দলীয় নির্বাচন ১.৬২ লাখ বুথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।' তিনি দলের স্থির বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, এবং অটল বিহারি বাজপেয়ী এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু হয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে এই সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে।'

গোয়াল ১২০ জন জাতীয় পরিষদের সদস্যের নাম ঘোষণা করেন, যারা মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেশব মৌর্য, ব্রজেশ পাঠক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতারা রয়েছেন। পঙ্কজ চৌধুরী হচ্ছেন ইউপি বিজেপি-র ১৭তম সভাপতি, বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্র নাথ পান্ডে।

পঙ্কজ চৌধুরী সাত বারের লোকসভা এমপি এবং তিনি মহারাজগঞ্জ সংসদীয় এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি কুর্মি সম্প্রদায়ের সদস্য, যেটি অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত।

উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব মৈর্য বলেন, '২০২৭ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন আগামী প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে পঙ্কজ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিজেপি একটি বিশাল বিজয় অর্জন করবে।'

মন্ত্রী দারা সিং চৌহান বলেন, 'পঙ্কজ চৌধুরীর নেতৃত্বে দল নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে,' এবং মন্ত্রী রাকেশ সাচান বিজেপির জাতীয় নেতৃত্বকে এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানান।

বিজেপি নেতা দিনেশ প্রতাপ সিং বলেন, 'পঙ্কজ চৌধুরী দলের জন্য শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদান করতে পুরোপুরি সক্ষম।'

বিহারের মন্ত্রী নীতিন নাভিন

● প্রথম পাতার পর

সিকিমে নির্বাচন ও সংগঠন বিষয়ক দায়িত্ব এবং ছত্তীসগড়ে সিনিয়র সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেছেন। প্রশাসনিক দক্ষতা ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই তিনি বিজেপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতায় পরিণত হয়েছেন।

শহরে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন স্থানীয় এক নেত্রীর ছেলে। ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। বাবুল চৌমুহনী এলাকায় খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্ত শঙ্কু চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃত শঙ্কু চক্রবর্তীকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিলোনীয়া সীমান্তে

● প্রথম পাতার পর

সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং ভারতীয় পরিচয়পত্রগুলো কীভাবে সংগ্রহ করেছিলসেসব বিষয় খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

মন্ত্রী বিকাশের মন্তব্যকে

● প্রথম পাতার পর

চরমভাবে নিন্দনীয়। জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, এই মন্তব্যের বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের নজরে আনা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে যাতে এক মুহূর্তও মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে মন্ত্রিসভায় রাখা না হয়। তাঁর মতে, এটি শুধু নিন্দার বিষয় নয়, বরং প্রচলিত আইন অনুযায়ী অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, সভাস্থলে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের উচিত ছিল নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা গ্রহণ করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া। অন্যথায় আইন ভাঙার প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ে পদক্ষেপ না নেন, তবে সেটিও অপরাধের সামিল বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

মথার বিধায়ক ও এমডিসিদের অর্থের প্রলোভন বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

মথার একটি ব্লক মিটিংয়েই বেশি মানুষের উপস্থিতি হয়। বিজেপি নেতৃত্বরা যদি এই জমায়েতেই খুশি হন, তাহলে একদিন তিপ্রা মথার ব্লক মিটিংয়ে এসে তা স্বচক্ষে দেখার আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়াও রোমান হরফে পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তাঁর দাবি, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের রোমান হরফে পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বিজেপির নেতাদের নেই। যতদিন না জনজাতিদের নিজস্ব স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে, ততদিন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বাংলায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা যাবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানান। পাশাপাশি, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ভারতীয় হাইকমিশনারকে

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করছে, এমন অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ।

প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে এসব অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধে জরুরি এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশি রাজনৈতিক নেতা শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজনরা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, এমন অভিযোগে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের সহায়তা চাওয়া হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুরক্ষায় ভারতের পক্ষ থেকে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশিত।'

এদিকে, ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের প্রতি তার দেশের সহানুভূতির কথা জানিয়ে বলেন, 'ভারত চায় যে, বাংলাদেশে একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। এই প্রক্রিয়ায় ভারত সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।'

এই ঘটনা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন মোড়ে পৌঁছেছে, যেখানে নির্বাচন ও দেশের স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন সেদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকেই শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে বারবার অন্তর্বর্তী সরকার দিল্লিকে বার্তা দেয়। তবে এবার বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলবের নেপথ্যে শুধুমাত্র শেখ হাসিনা বিষয়ক অভিযোগ নয়, বরং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরির আশঙ্কাও প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভোটের দিন ঘোষণার পরের দিন সকালে ঢাকার কাছে স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর গুলি চালানো হয়। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। তবে, ডিএমপির মিডিয়া বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, ''এখন পর্যন্ত হামলাকারীরা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি।''

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে একে 'গুরুতর' বলে উল্লেখ করেছে এবং ভারতকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছে।

মহিলার রহস্য মৃত্যু!

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি আশ্রম কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠায়। তবে এই মৃত্যুর পেছনে আত্মহত্যা না কি অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছেতা এখনো স্পষ্ট নয়।

ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করেছে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে তদন্তকারী দল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশ্রম ও আশপাশের এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাইমারি হেলথ সেন্টার পরিণত

● প্রথম পাতার পর

সকালে খবর পেয়ে সাংবাদিকরা সেখানে ছুটে গিয়ে খবরের সত্যতার প্রমাণ পায় এবং গিয়ে দেখা যায় প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এর ভেতরে বেশ কিছু ছোট ছোট শিশুরা আর্ট করছে। আর্ট মাস্টারকে অন ক্যামেরায় জিজ্ঞাসা করতে গেলে তিনি নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করে। সাংবাদিকদের নিজের নাম ঠিকানাও বলেননি তিনি।

স্থানীয় এলাকা সূত্রে জানা গেছে ওই আর্ট শিক্ষক নিজের ক্ষমতার বলে সেই হেলথ সেন্টারে টিউশন করতে বসেছেন। এলাকার জনপ্রতিনিধিরা কেউ এই বিষয়ে আগে থেকে জানতেন না। বারবার ওই শিক্ষক একটা কথাই বলছিলেন এটি যেন নিউজে প্রকাশ না হয়। কেননা তাতে নাকি ওনার সম্মানে আঘাত লাগবে। এদিন এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটি পরে রয়েছে যদি এই সেন্টারটি চালু হতো তাহলে এলাকার মানুষ সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করত। কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এইভাবে বেসরকারি আর্ট টিউশন কোনমতেই মানানসই নয়। এদিন সকালে এলাকার অনেকেই বলেছেন এই সরকারি প্রতিষ্ঠানে এইভাবে আর্ট টিউশন করা ঠিক নয়। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

রবিবার আগরতলায় এল ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বিশালগড়ের চন্দননগরে খড়ের স্তূপে আগুন, রাস্তা ছোট থাকায় দমকল পৌঁছাতে বাঁধা

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: বিশালগড় ১ নম্বর চন্দননগর পশ্চিম টিলা এলাকায় খড়ের স্তূপে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন লাগার বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন।

তবে অভিযোগ, এলাকার রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে দমকল বিভাগের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি। দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার মধ্যেই আটকে পড়ে দমকলের গাড়ি। এরই মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং খড়ের স্তূপ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বাসিন্দারাই নিজেদের উদ্যোগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে।

এই অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর না মিললেও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বিজয় দিবসকে সামনে রেখে ভারতীয় সেনাবাহিনী আগরতলা সেক্টরের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস. এই বিজয় দিবসকে সামনে রেখে ভারতীয় সেনাবাহিনী আগরতলা সেক্টরের উদ্যোগে লিচুবাগান অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবসকে সামনে রেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আগরতলা সেক্টরের উদ্যোগে লিচুবাগান অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার মধ্যে পুরস্কার বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সেনাবাহিনীর এই ধরনের উদ্যোগকে ভুসি প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন মহল। এ ধরনের উদ্যোগ ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করবে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি-আগরতলার উদ্যোগে মহকুমাভিত্তিক বার্ষিক স্কলারশীপ পুরস্কার বিতরণী ও শিল্পী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর:ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি-আগরতলার উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পাঁচজন অঙ্কন কৃতি শিল্পীদের স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি-আগরতলার উদ্যোগে মহকুমাভিত্তিক বার্ষিক স্কলারশীপ পুরস্কার বিতরণী ও শিল্পী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শিল্পী কপিল কান্তিদাস , ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান বিমল কান্তি রায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে মোট পাঁচজন অঙ্কনে কৃতিদের স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সরকারি অফিস দখলের অভিযোগ, ধর্মনগরে বিএমএস-এর নতুন কার্যালয়েও তালা ঝোলালো প্রশাসন

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: উদ্বোধনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর নতুন কার্যালয়টি সিল করে দিয়েছে ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন। সরকারি অফিস দখল করে সেখানে শনিবার বিএমএস-এর উত্তর জেলা কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার মহকুমা শাসকের (এসডিএম) এর নির্দেশে প্রশাসন ওই অফিসটি নিজেদের দখলে নেয় এবং তালা ঝুলিয়ে দেয়।

মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রোধ করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এর আগেও গত ৫ নভেম্বর বিএমএস-এর পুরনো কার্যালয়েও তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল প্রশাসন। ফলে সংগঠনের দুটি অফিসই বর্তমানে তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)- এবং সি আর পি এফ এর বিশাল বাহিনী মোতায়েন করে কার্যালয়টি সিল করার কাজ সম্পন্ন করা হয় প্রশাসনের এই পদক্ষেপে স্থানীয় শ্রমিক মহলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যালয়টি বন্ধ থাকবে।

খোয়াইয়ের পরশুরাম বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই স্মোক হাউজ

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: রবিবার ভোরবেলায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল একটি স্মোক হাউজ। আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রায় নয় লক্ষ টাকার রাবারের সিট। ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই জেলার চাম্পাহাউর থানার অন্তর্গত পরশুরাম বাড়ি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সাত সকালে হঠাৎ করেই স্মোক হাউজটিতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ।

‘রিধভান একাডেমি’ - র ষষ্ঠবর্ষ উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৪ ডিসেম্বর:’ রিধভান একাডেমি’ এই একাডেমির ষষ্ঠ বর্ষ উদযাপন করা হয় কচিকাঁচা পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা নৃত্য, সঙ্গীত , রেম ওয়াক ও আবৃত্তি সহ উপস্থিত অতিথিদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

রবিবার সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠ বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। ষষ্ঠ বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানটি হয় বিলোনিয়া শচীন দেববর্মন অডিটেরিয়াম হলে, সাথে ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ,ভাইস চ্যায়ারম্যান শিখা নাথ, শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী,বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিগন। রিধভান একাডেমির প্রিন্সিপাল রাকেশ দেবের স্বাগত ভাষনের পর অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথি দের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠান মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মঞ্চে শুরু হয় স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও অভিবাবকদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রিধবান একাডেমি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অভিভাবক সহ উপস্থিত দর্শকরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

উদয়পুরের নোয়াবাড়িতে গভীর রাতে মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনা, একজনের মৃত্যু, অপরজন আশঙ্কাজনক

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: উদয়পুর মহকুমার নোয়াবাড়ি এলাকায় শনিবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে রাস্তার পাশের জমিতে ছিটকে পড়ে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর বাইকে থাকা দু'জন যুবক দীর্ঘ সময় ধরে জমিতেই পড়ে ছিলেন।

রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা জমিতে দু'জনকে পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা দেবশঙ্কর জমাতিয়া (৩৭)-কে মৃত ঘোষণা করেন।

অপর আহত যুবক রোহিত জমাতিয়া (২৭)-কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গোমতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি কিংবা রাতের অন্ধকারে দৃশ্যমানতার অভাবের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

াঙ্গন

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। বরাবরের মতো এবারও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হলো ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ও জেআরসি শিবির। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে পরাজিত হতে হলো জে আর সি দলকে। ব্যাটে বলের লড়াই হলো জমাটি। তবে আখেরে বাজিমাত করে দিলো টিজিবি। টস জিতে জেআরসি-র অধিনায়ক অভিষেক দে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। সুবাদে ব্যাট করেতে নেমে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক দল নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে স্কোর বোর্ডে সংগ্রহ করে ২০৭ রান। ব্যাটে টিজিবি-র হয়ে সুপ্রভ ভৌমিকের অপরাজিত ৬৭ রান, মৃণাল ভট্টাচার্য্যের ৩৬ রান, জন পল দেববর্মার ৩৫ রান, পার্থপ্রতিম দত্তের ২৫ রান, অধিনায়ক সুকান্ত ভৌমিকের ১৮ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, মিটন দাসের অপরাজিত ১১ রান এবং বিভাস সিংহের ৬ রান উল্লেখ করার মতো। জেআরসি-র বোলার বিশ্বজিৎ দেবনাথ ২৭ রানের বিনিময়ে তিনটি এবং দিব্যেন্দু দে ৩৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জেআরসি ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে সুব্রত দেবনাথের ৫৬ রান, বিশ্বজিৎ দেবনাথের অপরাজিত ৫১ রান, তাপস দেবের ১৩ রান, বাপন দাসের ১২ রান, মিলটন ধরের অপরাজিত ১০ রান উল্লেখযোগ্য। টিজিবি-র সুকান্ত ভৌমিক ২৪ রানে দুইটি এবং জনপল দেববর্মা, মিটন দাস, পার্থ প্রতিম দত্ত ও শুভ্রদীপ ভৌমিক প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। এছাড়াও টিজিবি-র রাজেশ ভক্ত, শুভ্রাংশু দাস, দেবাংশু লাহিড়ী, নয়ন বণিকের পাশাপাশি জেআরসি-র মনোজিৎ দাস, অভিষেক দেববর্মা, অনির্বাণ দেব, বিষ্ণুপদ বণিক, মেঘধন দেব, অঞ্জন দেব, রাজেশ রায দুর্দান্ত খেলে পুরো ম্যাচটা প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ এবং সেরা বোলারের পুরস্কার পেয়েছেন জেআরসি-র বিশ্বজিৎ দেবনাথ। এছাড়া সেরা ফিল্ডার এবং সেরা ব্যাটসম্যানের পুরস্কার পেয়েছেন টিজিবি-র যথাক্রমে রাজেশ ভক্ত ও সুপ্রভ ভৌমিক। অবশেষে রানার্স দল জে আর সি ও চ্যাম্পিয়ন দল ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন টিজিবি-র চীফ ম্যানেজার (মার্কেটিং ডিভিশন) রাজীব নায়ান। সঙ্গে ছিলেন টিজিবি-র মার্কেটিং বিষয়ের প্রধান জিৎ ভট্টাচার্য্য, জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ ও সম্পাদক অভিষেক দে প্রমুখ। ম্যাচ শুরুর আগে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং এবং জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা প্রমূখ দু-দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শুভেচ্ছা জানান। দারুন ভাবে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় জেআরসি-র পক্ষ থেকে সম্পাদক অভিষেক দে এবং সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আজ থেকে আগরতলায় সন্তোষ ট্রফি মিজোরাম - নাগাল্যান্ড, মণিপুর - ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। শেষ তুলির টানও হয়ে গেছে। খেলোয়ার এবং খেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রেফারিরাও একেবারে প্রস্তুত। আগামীকাল থেকেই আগরতলায় বসছে ৭৯ তম ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা সন্তোষ ট্রফি ২০২৫ এর গ্রুপ ডি-র চারদলীয় লিগ টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে আয়োজিত রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে লীগ পর্যায়ের ছয়টি ম্যাচের বিস্তারিত সময়সূচী জানানো হয়। উল্লেখ্য, জাতীয় সন্তোষ ট্রফির ফুটবলের আসর প্রথমবার ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৮ সালে এবং পরবর্তীতে ৭৮ তম সন্তোষ ট্রফির ডি গ্রুপের খেলা অনুষ্ঠিত হয় গত বছর ২০২৪ সালে। এবছরও ৭৯ তম সন্তোষ ট্রফির আটটি গ্রুপের মধ্যে ডি গ্রুপের খেলা আগামীকাল থেকে স্বাগতিক ত্রিপুরা সহ মনিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলায়।ইতোমধ্যেই বাইরের তিনটি দলসহ ম্যাচ কমিশনার ইমরান খান, রেফারী এসেসর অজিত মেইতি সহ চারজন রেফারি এবং চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি আগরতলায় পৌঁছে গেছেন। রাজ্য দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন জাবেদা ডারলং এবং সহ অধিনায়ক ভক্ত সাধন জমাতিয়া।দিনে দুইটি করে খেলা হবে অর্থাৎ আগামীকাল দুপুর ২টায় একটা খেলা এবং পরবর্তী খেলা সন্ধ্যা ৭ টায়। ঠিক সেইভাবে ১৭ ডিসেম্বর ও ১৯ ডিনেম্বর পরবর্তী খেলা গুলি হবে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আটটি দলকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে আসামে ফাইনাল রাউন্ডের খেলাগুলি হবে। আগামীকাল বেলা ২:০০ টায় উদ্বোধনী ম্যাচে মিজোরাম খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যা সাতটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় মনিপুর ও ত্রিপুরা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৭ ডিসেম্বর বেলা ২ টায় নাগাল্যান্ড খেলবে মণিপুরের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যা সাতটায় ত্রিপুরা ও মিজোরাম পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ১৯ ডিসেম্বর বেলা দুইটায় মণিপুর এবং মিজোরামের খেলা। সন্ধ্যা সাতটায় নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসী এবং ক্রীড়া মোদী দর্শক বৃন্দের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে, সবাই যেন মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলা উপভোগ করেন এবং রাজা দলকে উৎসাহিত করেন।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : বিদর্ভের কাছে ইনিংস সহ ১৩২ রানে পরুদস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই হলো। ইনিংস সহ ১৩২ রানের বড় ব্যবধানেই ত্রিপুরাকে পরুদস্ত হতে হলো শক্তিশালী বিদর্ভের কাছে। প্রথম ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রতিপক্ষ বিদর্ভ বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরাকে ইনিংস সহ হারিয়ে। প্রথম ম্যাচে উত্তরপ্রদেশও দশ উইকেটে ত্রিপুরা কে পরাজিত করে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছিল। বিদর্ভের সমৃদ্ধ স্কোরের চাপে ত্রিপুরা শিবির ব্যাটিং চেহারার তেমন উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

বিদর্ভের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৩৫৬ রানের জবাবে ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৩ রানে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই ফলোঅনে খেলতে নেমে শনিবারে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়েছিল। তিন উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ রবিবার প্রথম ২ ঘণ্টার মধ্যেই ২৮.৪ ওভার খেলে ৭৩ রান যোগ করে দলের স্কোর ১৩১ এ পৌঁছে দ্বিতীয় ইনিংসও শেষ করে নেয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ত্রিপুরা দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৪ রান এসেছে সন্দীপ শীলের ব্যাট থেকে। বিদর্ভ দলের পক্ষে নির্মিক ছারদে-র অপরাজিত শত রানের পাশাপাশি অর্জুন মহাজনের ৬৭ রান, ওম ধোত্রের ৬১ রান, বীর চিখালকারের অপরাজিত ৫১ রান এবং মানব ওয়াকরের ৪৮ রান উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে সোমদেব শীলের ২৪ রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর ১৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো ছিল। বোলিংয়ে বিদর্ভের হয়ে প্রথম ইনিংসে কুশ শর্মা ২৮ রানে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট দখল যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। গ্রুপের অপর খেলায় উত্তর প্রদেশ ইনিংস সহ ১১৩ রানের ব্যবধানে চন্ডিগড় কে হারিয়ে আবারও ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। এছাড়া, অপর ম্যাচটি ড্র তে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে গুজরাটের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু ৩-১ পয়েন্ট পেয়েছে।

যুবভারতী ঘুরে দেখল মুখ্যমন্ত্রীর গঠিত তদন্ত কমিটি ! সরেজমিনে মাঠ ও গ্যালারির পরিস্থিতি দেখে কী বললেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে যুবভারতী কাণ্ডের তদন্ত করছে মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দেওয়া কমিটি। সেই মতো মাঠ ও গ্যালারির বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখলেন বিচারপতি। বেরিয়ে জানিয়ে দিলেন, এখনই কাটাছেঁড়া নয়! গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি হয়েছে। সব কিছু তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। রিপোর্টে সে সবের উল্লেখ থাকবে।

স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর সময় অসীম বলেন, "এখনই কাটাছেঁড়া করবেন না। আমরা সক্রিয় ভাবে সব দিক তদন্ত করে দেখছি। আমরা যা যা দেখেছি, তার নোট নিয়েছি। আমাদের রিপোর্টে সব কিছুর উল্লেখ থাকবে।" কার গাফিলতিতে শনিবার এত বড় বিশৃঙ্খলা ঘটে গেল যুবভারতীতে? এই প্রশ্নের জবাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বলেন, "এই মুহূর্তে তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ফলে এখনই কিছু বলতে পারব না।"

স্টেডিয়াম থেকে বেরোনোর সময় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির এক পাশে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, অন্য পাশে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁরাও তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন। যদিও তাঁরা কেউই সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেননি।

মেসির কলকাতা সফর ঘিরে শনিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার কারণ অনুসন্ধানে শনিবারই তদন্ত কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটির শীর্ষে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম। এ ছাড়া, রাজ্যের মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক সচিবও কমিটিতে রয়েছেন। মেসি যে পথ দিয়ে যুবভারতীতে ঢুকেছিলেন, সেই পথ দিয়েই ঢোকেন কমিটির সদস্যেরা। ঘটনাস্থলের ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয়। গোটা প্রক্রিয়ার শেষে বৈঠকে বসেন কমিটির সদস্যেরা। তার পর বেলা ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁরা স্টেডিয়াম থেকে বেরোন।

রবিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও যুবভারতী পরিদর্শন করেছেন। বেলার দিকে এ নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে যা যা দেখেছেন, তা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন তিনি। ভবিষ্যতে কী কী করলে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো যাবে, সে বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শও দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার যুবভারতীর মাঠে মেসিকে দেখতে হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটেছিলেন দর্শকেরা। ঠিক সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মেসির গাড়ি যুবভারতীর মাঠে ঢোকে। সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো ডি'পল। কিন্তু অনুষ্ঠানের পুরো সময়টা জুড়েই তিন ফুটবল তারকাকে ঘিরে রেখেছিলেন আয়োজক এবং রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা। ফলে দর্শকাসন থেকে মেসিকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা। মিনিট পনেরো-কুড়ির মাথায় মেসি মাঠ ছাড়তেই চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বোতল ছুড়ে, গ্যালারির চেয়ার ভেঙে বিক্ষোভ দেখান ভক্তেরা। সব মিলিয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। পরে অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশ। রবিবার তাঁকে আদালতে হাজির করিয়ে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফেরানোর রাতে রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার, ভারতকে নতুন লজ্জায় ফেলে দিলেন মার্করামেরা

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতকে ৫১ রানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার একই সঙ্গে একটি রেকর্ডও গড়েছেন এডেন মার্করামেরা। তাঁরা ভেঙে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের যৌথ নজির।মুল্লানপুরে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৩তম জয় পয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০ ওভারের ক্রিকেটে দু'দেশের ৩৩তম ম্যাচ ছিল বৃহস্পতিবার। আর কোনও দেশ ভারতকে একগুলি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারাতে পারেনি। ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড এত দিন পর্যন্ত যৌথ ভাবে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড

আনন্দঘন অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আগরতলা রবিবার শেষ হলো। এদিন বিকেল ৫ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে আনন্দঘন পরিবেশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন এই অনুষ্ঠান প্রবীণ নবীন সাংবাদিকদের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সত্যব্রত চক্রবর্তী ও বর্ষীয়ান সম্পাদক সুবল কুমার দে, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি চিত্রা রায় ও এম বি বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সুমন্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় এই অনুষ্ঠানে। এছাড়া আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন ২০২৪ সালের হীরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি আজীবন স্বীকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তীকে এবং ২০২৫ সালের আজীবন স্বীকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে

বরিষ্ঠ সম্পাদক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুবল কুমার দে-কে। তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন চন্দ্রিমা শিরকার এবং মৃণাল বনিক। এবছরের অমিয় দেব রায় স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী। ক্রীড়া মন্ত্রী সহ অতিথিরা সম্মাননা এবং পুরস্কার গুলো তুলে দিয়েছেন।

বিলোনিয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলো ওরিয়েন্টাল ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সমাপ্ত। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার স্থানীয় বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি। আর তাতে শিরোপা দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় দুই ফাইনালিস্ট দল ওরিয়েন্টাল ক্লাব ও ওয়াই সি সি। চূড়ান্ত পর্বের ট্রফি দখলের লড়াইয়ে এদিন ওয়াইসিসি কে ৩৭ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করে নেয় ওরিয়েন্টাল। সকালে চ্যাম্পিয়ন দল টসে জিতে প্রতিপক্ষদের জয়ের জন্য বড় রানের টার্গেট দিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনিংসের দল নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় জন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে সংগ্রহ করে লড়াই করার মতো রান ১৫০। মূলত ওপেনিং ব্যাটসম্যান অরূপ দত্ত (১৫), মিডিল অর্ডারে নবজীৎ দে((২৭), নীলাদ্রি ভৌমিক (৪৬), বিপ্লব দে (১৩) ও তাপস চৌধুরীর (১৭) হাত ধরেই ইনিংসে এই রান তুলে ওরিয়েন্টাল। প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে দুটি করে উইকেট পেল অর্ঘ্য ধর, সুনম সাহা ও সুবর্ণ সরকার। জবাবে জয়ের জন্য ওয়াই সি সি ১৫১ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের দুই বল আগে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান তুলতে সক্ষম হয়। ওরিয়েন্টাল এর বোলারদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে পরাজিত দলের পক্ষে ব্যাট হাতে নিয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে প্রীতম দাস (২৭), তুহিন পাল (৩০), অর্ঘ্য ধর ও (১৮)। চ্যাম্পিয়ন দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক তিনটি উইকেট পেল গোবিন্দ রায়। এছাড়া দুটি করে উইকেট পেল দেবব্রত দাস ও তাপস চৌধুরী।

দাদাদের পথে ভাইরাও ! সেই এশিয়া কাপ, সেই বিতর্ক, ছোটদের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও হল না করমর্দন

সূর্যকুমার যাদবদের পথেই হাঁটলেন আয়ুষ মাত্রেরা। ছোটদের এশিয়া কাপেও ভারত-পাকিস্তান দূরত্ব বজায় রইল। পাকিস্তানের অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফারহান ইউসুফের সঙ্গে টসের সময় করমর্দন করলেন না ভারতের অধিনায়ক আয়ুষ। জিইয়ে থাকল ভারত-পাক ক্রিকেটীয় দ্বন্দ্ব এবং বিতর্ক।

অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করবে বৈভব সূর্যবংশীরা। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাক অধিনায়ক ইউসুফ। দুবাইয়ে বৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ৪৫ মিনিট পর শুরু হয় খেলা। দু'দলই প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে। ভারত ২৩৪ রানে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে। পাকিস্তান ২৯৭ রানে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রভাব পড়েছিল সূর্যকুমার এবং সলমন আলি আঘাদের মধ্যে। দু'দলের ক্রিকেটারেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেননি। করমর্দনও করেননি। দু'দলের একাধিক ক্রিকেটারের আচরণ নিয়েও তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। তাঁদের শাস্তিও দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। পরিস্থিতি বেশি জটিল হয়েছিল ফাইনালে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নকভির হাত থেকে এশিয়া কাপের ট্রফি নিতে অস্বীকার করেন সূর্যকুমার। মঞ্চে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রফি নিয়ে চলে যান নকভি। তার পর থেকে দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন টানাপোড়েন। এখনও হাতে ট্রফি পাননি সূর্যকুমারেরা।

এশিয়া কাপের প্রভাব পড়েছিল মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপেও। হরমনপ্রীত কৌর টসের সময় করমর্দন করেননি পাক অধিনায়ক ফতিমা সানার সঙ্গে। ভারতের অন্য মহিলা ক্রিকেটারেরাও পাক খেলোয়াড়দের এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একই ঘটনা ঘটল ছোটদের এশিয়া কাপেও।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৫০ বলে ১০১ যশস্বীর, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বার্তা গম্ভীরকে

সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিল টানা রান পাচ্ছেন না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ বাড়ছে অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে। এর মধ্যে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে শতরান করে গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকরদের বার্তা দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁর শতরানের সুবাদে সুপার লিগের ম্যাচে হরিয়ানাকে হারাল মুম্বই।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় প্রথমে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ২৩৪ রান তোলে হরিয়ানা। জবাবে ১৭.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ২৩৮ মুম্বইয়ের। ওপেন করতে নেমে যশস্বী ৫০ বলে ১০১ রানের ইনিংস খেললেন। ১৬টি চার এবং ১টি ছয় মারলেন ভারতীয় দলের তরুণ ব্যাটার। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে যশস্বীকে বিবেচনা করা হলেও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য ভাবছেন না ভারতীয় দলের কোচ গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক আগরকর। তাঁকে দলেও রাখা হচ্ছে না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ফর্ম হারানো সূর্য এবং শুভমনকে নিয়ে উদ্বেগ যখন মারছে, সে সময়ই যশস্বীর শতরান তাঁদের জন্য বার্তার মতো।

মুম্বইয়ের ভাল রান পেয়েছেন সরফরাজ খানও। তিন নম্বরে নেমে তিনি করেছেন ২৫ বলে ৬৪। ৯টি চার এবং ৩টি ছক্কা এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করতে নেমে অজিঙ্ক রাহানে করেছেন ১০ বলে ২১। ২টি চার এবং ১টি ছয় মেরেছেন তিনি। তবে রান পেলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৭), শার্দূল ঠাকুর (২)। হরিয়ানার সফলতম বোলার সামন্ত জাখর ৪২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

প্রথমে হরিয়ানার হয়ে ভাল ব্যাট করেন অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার। ওপেন করে তিনি করেছেন ৪২ বলে ৮৯ রান। ১০টি চার এবং ৬টি ছক্কা মেরেছেন। ৩৮ বলে ৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন নিশান্ত সিধু। ৪টি চার এবং ৩টি ছয় মারেন তিনি। সামন্ত ১৪ বলে ৩১ করেন ২টি চার এবং ৩টি ছয়ের সাহায্যে। ৪ বলে ১৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন সুমিত কুমার। তবে তাঁর আগ্রাসী ইনিংস দাম পেল না যশস্বীর শতরানের সামনে।

রো-কো'র পর হার্দিকের সঙ্গেও 'ঝামেলা' গম্ভীরের ? তৃতীয় টি-২০র আগে ভাইরাল ভিডিওয় জোর চর্চা

ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে সব ঠিক আছে তো? এমনিতে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের সম্পর্কের অবনতি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। এবার কি আরেক সিনিয়র হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গেও ঝামেলায় জড়ালেন কোচ? সম্প্রতি যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে কিন্তু সেরকম ইঙ্গিত পাচ্ছেন অনেকে।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। মুল্লানপুরে ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিরিজে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেছে ভারত। তৃতীয় ম্যাচ ধরমশালায়। নির্ণায়ক ম্যাচ না হলেও এই ম্যাচ জিতলে সিরিজে এগিয়ে যাবে ভারত। তবে গম্ভীরকে অবশ্যই চিন্তায় রাখবে দ্বিতীয় ম্যাচের ব্যর্থতা।

সেই ম্যাচের পর দেখা যায়, হার্দিকের সঙ্গে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথা বলছেন কোচ। তিনি যে ভারতের হারে বিরক্ত, তা যেন চোখেমুখে স্পষ্ট। হার্দিকের সঙ্গে কি সেটা নিয়েই কথা বলছিলেন? কারণ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে একেবারেই দাগ কাটতে পারেননি হার্দিক। ৩ ওভারে ৩৪ রান দেন। কোনও উইকেট পাননি। ব্যাট হাতেও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি। ২৩ বলে মাত্র ২০ রান করেন। নেটিজেনরা মনে করছেন, সেই নিয়েই কথা হচ্ছিল দু'জনের। তবে ম্যাচের মধ্যেও রেগে গিয়েছিলেন গম্ভীর। চাপের মুখে এক ওভারে সাতটি ওয়াইড করে বসেন অর্শদীপ সিং। অর্থাৎ এক ওভার শেষ করে ১৩টি ডেলিভারি দিয়ে। সঙ্গে প্রোটিয়াদের খাতায় যোগ হয় ১৮টি রানও। আর তাতেই রেগে যান গম্ভীর। ডাগআউটে রীতিমতো উত্তেজিত দেখায় তাঁকে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে প্লেয়ারদের উপর গম্ভীরের 'চোটপাট' ভারতকে সমস্যায় ফেলবে না তো?

'যুবভারতী কাণ্ডে নাম ডুবল দেশের', মেসির সফরের বিশৃঙ্খলায় আয়োজকদের নিশানা বাইচুংয়ের

আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসির দ্বিতীয় ভারত সফর ঘিরে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যা ঘটল শনিবার, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, এই ঘটনায় দেশের সম্মানহানি হয়েছে। ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, এই ঘটনার থেকে আয়োজকরা যেন শিক্ষা নেন। যাতে ভবিষ্যতে দেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত না হয়।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জগদলপুরে গিয়েছিলেন বস্তার অলিম্পিক ২০২৫ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখান থেকে ফেরার পথে বিমানবন্দরে কলকাতার ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাইচুং বলেন, "মেসির মতো কিংবদন্তি ফুটবলারকে দেখতে আশি হাজার ফুটবলপ্রেমী যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই মেসিকে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসার টান থেকেই এসেছিলেন মেসিকে দেখতে। প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীরা কিন্তু আর্জেন্টিনার কিংবদন্তিকে দেখতে পেলেন না। ব্যাপারটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।"

বাইচুংয়ের আশা, সংগঠকরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবেন। যাতে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে। তাঁর বক্তব্য, "কোনও সন্দেহ নেই, এই ঘটনা দেশের নাম ডুবিয়েছে।" বাইচুং আরও জানিয়েছেন যে, মেসির এই ভারত সফর ভালো উদ্যোগেই করা হয়েছিল। কিন্তু সংগঠন ঠিকঠাক না হওয়াতেই এই কাণ্ড ঘটেছে। প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীরা মেসিকে দেখতেই পাননি। বাইচুংয়ের বক্তব্য, "আমি মনে করি, মেসির এই সফর মহৎ উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি। মেসির সফর নিয়ে আয়োজকরা মারাত্মক চাপে ছিল। আমরা যা দেখেছি বা শুনছি, কলকাতায় ভিআইপি স্টেডিয়ামে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা মেসিকে ঘিরে ছিলেন। যার ফলে প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীরা মেসিকে দেখতে পাননি। এটা কেন হবে?"

রোমান হরফে ককবরক চালুর দাবিতে অনড় তিপরা মথা, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা ও উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে শরিক দল তিপরা মথা। দলের অভিযোগ, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের জনজাতি অংশের ভাষার উন্নয়নে আন্তরিক নয়।

রবিবার তিপরা মথা দলের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, ককবরক ভাষা রোমান হরফে চালু করতেই হবে। দলের নেতৃত্ব রাজেশ্বর দেববর্মা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই ককবরক ভাষাভাষী জনগণ রোমান হরফে ককবরক চালুর দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনকালেও সেই দাবি পূরণ হয়নি।

তিপরা মথা নেতৃত্ব রাজেশ্বর দেববর্মার বক্তব্য, বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর তারা আশা করেছিলেন নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে উপজাতি জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা একটি দলীয় যোগদান সভায় যে মন্তব্য করেছেন, তা উপজাতি ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে তারা মনে করছেন।

ত্রিপুরায় অল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর : সারা রাজ্যজুড়ে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট ও ছাত্রবৃন্দ ক্লাবের সহযোগিতায় একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিন স্বাস্থ্য শিবিরে আগত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং আয়োজকদের এই উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

আগরতলায় ন্যাশনাল হেলথ মিশন কর্মী সংঘের প্রথম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর : ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ন্যাশনাল হেলথ মিশন কর্মী সংঘের প্রথম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হেলথ মিশন কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদক পীযূষ ভৌমিক, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের সরকারি মিশন অধিকর্তা নুপুর দেববর্মা এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলইসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যরা।

সম্মেলনে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অধীনে কর্মরত কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও কল্যাণে সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

গো গ্রীন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ ডিসেম্বর: বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজ কৈলাসহরের গো গ্রীন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কৈলা শহরের ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে রবিবার ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার উপরে ছিল আজকের এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মূল থিম। আজকের এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কৈলাশহরের মুখওবদি স্কুলের মোট ২৯ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাটের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় নন্দননগরে দেবরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সেনপাড়ায় বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাটের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট বাঙালিদের চিরাচরিত সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোকাল ফর লোকালের যে শ্লোগান দিয়েছেন তা পূরণে এই সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট অনন্য নজির স্থাপন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই হাটের মাধ্যমে স্থানীয়রা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করতে পারলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা আরও সমৃদ্ধ হবেন। এ ধরণের উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে তিনি বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ তার বক্তব্যে সাপ্তাহিক সংস্কৃতি হাট রাজ্যের চিরাচরিত সংস্কৃতি রক্ষায় বড় ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্যপাল কালচারাল হাট ঘুরে দেখেন এবং শিল্পীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চোখের ছানি অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ ডিসেম্বর: তেলিয়ামুড়া মহকুমার দুস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষদের মধ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে খোয়াই জেলার অন্যতম স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব-এর উদ্যোগে এক বৃহৎ পরিসরের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চোখের ছানি অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বি.আর.সি. হলঘরে দিনব্যাপী চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই মহকুমার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত বহু মানুষ রয়েছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগলেও চরম আর্থিক দুরবস্থার কারণে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। বিশেষত চোখের ছানি একটি সাধারণ হলেও ব্যয়বহুল চিকিৎসা হওয়ায় বহু প্রবীণ নাগরিক ও দরিদ্র মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। সেই সব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের চোখে নতুন আলো ফেরানোর লক্ষ্যেই এই মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব।

রবিবার প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব ও রাজধানীর স্বনামধন্য অশ্বিনী নেত্রালয়-এর যৌথ উদ্যোগে অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা প্রায় এক শতাধিক মানুষকে বিনামূল্যে চোখের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেসব রোগীর চোখের ছানি অপারেশন জরুরি বলে চিহ্নিত হয়, তাঁদের ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অশ্বিনী নেত্রালয়ে পাঠানো হয়। রোগীদের যাতায়াত, থাকা ও অপারেশন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব ক্লাবের পক্ষ থেকেই বহন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি অপারেশন শেষে সুস্থ হয়ে ওঠার পর রোগীদের পুনরায় নিরাপদে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গেজেটেড অফিসার সংঘের উদ্যোগে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১৪ ডিসেম্বর:কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গেজেটেড অফিসার সংঘের উদ্যোগে আজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আজ ঊনকোটি জেলাভিত্তিক কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গেজেটেড অফিসার সংঘ এর উদ্যোগে আত্মনির্ভর ভারতের অঙ্গ হিসেবে জেলার বাছাই করা ১১টা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। এই বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল স্বদেশী ও বিদেশী পণ্য ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার,নেতাজি বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের হেডমাস্টার অসিত দত্ত, কুমারঘাটের পাবিয়াচড়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার সুব্রত পাল , রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হেডমাস্টার অসীম চক্রবর্তী ও শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর রাজেশ দেববর্মা। এই বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে মানপত্র ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

যাত্রাপুরে যৌথ বাহিনীর বড়সড় অভিযান, ধ্বংস করা হল প্রায় ৭ হাজার গাঁজা গাছ

কাঠালিয়া, ১৪ ডিসেম্বর: রবিবার ভোর ছ'টা নাগাদ যাত্রাপুর থানার ওসি সিটি কণ্ঠ বর্ধনের নেতৃত্বে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ বাহিনী এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭ হাজার ফলন্ত গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে দেয়।

এই অভিযান চলতি মৌসুমে যাত্রাপুর থানা এলাকার পঞ্চদশতম গাঁজা-বিরোধী অভিযান বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যাত্রাপুর থানা থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে উপজাতি অধ্যুষিত জগত রামপুর এলাকার দক্ষিণ তৈছমা কলোনি সংলগ্ন জঙ্গল এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান চালানো হয়।

সেখানে ছয় থেকে সাতটি পৃথক প্লটে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করা হচ্ছিল। যৌথ বাহিনী ওই সব প্লটে গিয়ে গাঁজা গাছ কেটে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

অভিযানে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবলদের পাশাপাশি ১১ নম্বর টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা অংশ নেন। সর্বমোট প্রায় ২০ জনের একটি দল তিন ঘণ্টা ধরে নির্বিঘ্নে অভিযান চালায়।

কোনো রকম বাধা বা অপ্রীতিকর ঘটনার মুখে পড়তে হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযান শেষে যৌথ বাহিনী নিরাপদে থানায় ফিরে আসে। এ প্রসঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে যাত্রাপুর থানার ওসি সিটি কণ্ঠ বর্ধন জানান, অবৈধ গাঁজা চাষ নির্মূলে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

রাজনীতি মানে মানুষের পাশে দাঁড়ানো : মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

মুঙ্গিয়াকামি, ১৪ ডিসেম্বর: রাজনীতি কেবল মঞ্চে বক্তৃতা নয়, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করাই প্রকৃত রাজনীতির মর্মার্থএমনই বার্তা দিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। রবিবার বিকেলে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর মহারানী বাজারে কোনও পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ছাড়াই উপস্থিত হন তিনি।

বাজার চত্বরে পৌঁছে মন্ত্রী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকার দৈনন্দিন সমস্যা থেকে শুরু করে পারিবারিক সংকটসবই মনোযোগ দিয়ে শোনেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছনোর আগেই সমস্যার কথা সরাসরি জানাতে পারায় স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরা।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে তৃণমূল স্তরে পৌঁছনোর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানুষের কষ্ট ও চাহিদা কাগজে-কলমে পুরোপুরি ধরা পড়ে না; তা বুঝতে হলে মাঠে নামতেই হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের লক্ষ্যকোনও যোগ্য নাগরিক যেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হনএই দর্শনেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছনোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের আকস্মিক মাঠ-পরিদর্শন একদিকে প্রশাসনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, অন্যদিকে কেবল সোশ্যাল মিডিয়ায় সহানুভূতির ভাষণ আর বাস্তবের কাজের মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্ট করে। আবেগঘন মন্তব্যে মন জয় সহজ হলেও, তৃণমূল স্তরে দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলাই যে বিশ্বাসের ভিত মজবুত করেউত্তর মহারানীর বিকেলের চিত্র তারই প্রমাণ।

সব মিলিয়ে, উত্তর মহারানী বাজারে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই অনাড়ম্বর উপস্থিতি রাজনৈতিক কর্মসূচির গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রশাসনের মানবিক মুখকেই সামনে আনল, যেখানে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষই।

"এ কম্প্রিহেন্সিভ কমিউনিটি হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ড্রাইভ" সফলভাবে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: গোকুলনগর, বিশালগড় অভয় আশ্রমে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অল ত্রিপুরা কমিউনিটি হেলথ অফিসার্স অর্গানাইজেশন -এর উদ্যোগে আয়োজিত হলো একটি বৃহৎ কমিউনিটি হেলথ ও সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সভাধিবতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি অভয় আশ্রমকে হুইলচেয়ার, ওয়াকার, নেবুলাইজার, শীতবস্ত্র, খেলাধুলার সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ প্রদান করা হয়।

ফ্রি হেলথ ক্যাম্পে সাধারণ চিকিৎসা, দাঁত ও চোখের পরীক্ষা, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। শতাধিক মানুষ এই স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা নেন। অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে রাজ্যের প্রান্তিক জনগণের জন্য সিএইচও দের নিরবচ্ছিন্ন ও নিবেদিত স্বাস্থ্যসেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই কর্মসূচি আবারও প্রমাণ করলত্রিপুরার জনস্বাস্থ্যে কমিউনিটি হেলথ অফিসার রা শুধু দায়িত্ব পালন করছেন না, মানুষের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই খোয়াই নদীর তীরবর্তী এলাকায় শীতকালীন সবজির সম্ভার পরিলক্ষিত

কল্যানপুর, ১৪ ডিসেম্বর: শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সবুজে মোড়া মাঠ যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে কল্যাণপুরে।

কৃষি নির্ভর তেলিয়ামুড়া মহকুমার এই অঞ্চলে ইতিমধ্যেই জমি জুড়ে ফুলে উঠেছে শীতকালীন সবজির অন্যতম প্রতিনিধি ফুলকপি। খোয়াই নদী সংলগ্ন কুচপাড়া এবং পার্শবর্তী গ্রামের কৃষকরা এখন ব্যস্ত তাদের চাষের ফল তোলার কাজে। চাষিদের মতে, বছরের শুরুতে অতিবৃষ্টির কারণে কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়তে হলেও বর্তমানে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন বেশ ভালো হয়েছে।

বাজারেও ফলনের দাম আশানুরূপ। এখন পাইকারি দরে ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ টাকা প্রতি কেজি।

কৃষকরা বলছেন, এই দাম যদি কিছুদিন স্থিতিশীল থাকে, তবে পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য তাঁরা পেয়ে যাবেন। স্থানীয় কৃষক বিমল দেবনাথ বলেন, "প্রথম দিকে অতিবৃষ্টিতে অনেক চারাগাছ নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এবার আবহাওয়া ঠিক থাকায় ফলন ভালো হচ্ছে। বাজারেও দাম ভালো পাওয়া যাচ্ছে, তাই মনটা খুশি।"

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই নদীর তীরবর্তী জমির পলিমাটি ফুলকপিসহ শীতকালীন সবজির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

বর্ষার শেষে এই জমিগুলিতে উৎপাদিত ফসল রাজ্যের অন্যান্য এলাকার তুলনায় আগে বাজারে আসে। এটাই কল্যাণপুরের কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, মৌসুমের শুরুতে বাজারে ফুলকপির যোগান সীমিত থাকায় দাম কিছুটা বেশি, তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে দামও কমে আসবে।

সবমিলিয়ে শীতের শুরুতেই কল্যাণপুরের কৃষকদের মাঠে ফুলকপি চাষ যেন নতুন সম্ভাবনার বার্তা বয়ে এনেছে প্রকৃতির অনুকূলে পরিশ্রমের এই সবুজ জয়গান আজ কৃষকদের মুখে ফুটিয়ে তুলেছে তৃপ্তির হাসি।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা প্রদেশের ট্রাইবুনাম অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

পাম্প মেশিন আছে, কিন্তু জল নেই, দুর্ভোগে কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ১৪ ডিসেম্বর: পাম্প মেশিন আছে, কিন্তু জল নেই। এমনই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেল ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমার দক্ষিণ ধুমাছড়া এলাকার। এ দুর্ভোগ ১৫ বছরার। ধলাইয়ের দক্ষিণ ধুমাছড়ায় কৃষকরা দুর্ভোগের শিকার। মন্ত্রীর-প্রতিশ্রুতির বাইরে বাস্তব চিত্র ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার মনু ঘাট সংলগ্ন দক্ষিণ ধুমাছড়ার প্রায় পঞ্চাশটি কৃষক পরিবারের জীবন-জীবিকা আজ এক চরম সংকটের মুখে। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে কৃষিকাজের জন্য সেচের জলের অভাবে হাহাকার করছেন এখানকার কৃষকরা।

সরকারি জলসম্পদ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ না পাওয়ায় এবং বিকল পাম্প মেরামতের কোনো উদ্যোগ না থাকায়, একদিকে যেমন মন্ত্রী-নেতাদের "কৃষক দরদী" ছবি দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে এই এলাকার কৃষকরা মুখ খুলছেন তাঁদের ১৫ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস নিয়ে।সাউথ ধুমাছড়ার কৃষকদের প্রধান অভিযোগ, প্রায় দেড় দশক আগে এই এলাকায় স্থাপিত জলসম্পদ দপ্তরের জল পাম্পটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। এটি সচল রাখার বা দ্রুত মেরামত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা আজ অবধি নেওয়া হয়নি।

এই পাম্পটি অকেজো থাকার কারণে কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের জল পৌঁছায় না।" কৃষকরা প্রতি বছরই ফসল বুনি একরাশ আশা নিয়ে। কিন্তু জলের অভাবে সেই চারা যখন শুকিয়ে যায়, তখন আমাদের বুক ফেটে যায়। গত ১৫ বছর ধরে আমাদের শুধু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, কাজ কিছু হয়নি," — ক্ষোভের সঙ্গে বললেন সাউথ ধুমাছড়ার এক প্রবীণ কৃষক।

একদিকে যখন রাজ্যের মন্ত্রী-নেতারা কৃষকদের সাথে মিশে গিয়ে, কখনও "গামছা পরে" তাঁদের আনন্দ দেওয়ার ছবি তুলছেন, ঠিক সেই সময়েই এই পঞ্চাশটি পরিবার প্রশ্ন তুলছে 'আর কতদিন এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে? স্থানীয় কৃষকদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে জলসম্পদ দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁদের ফাইল চাপা পড়ে গেছে লাল ফিতার ফাঁস-এ। কৃষকরা বলছেন, একটি পাম্প মেরামত বা নতুন পাম্প স্থাপন করার জন্য ১৫ বছর লেগে যাওয়াটা অমানবিক এবং রাজ্যের কৃষি নীতির পরিপন্থী।

ত্রিপুরার ধলাই জেলার মতো পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি মূলত বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু রবি বা বোরো মরসুমে সেচের জলের অভাবে চাষবাস প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সরকারি সেচ ব্যবস্থার এমন বেহাল দশা গোটা এলাকার কৃষি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

দক্ষিণ ধুমাছড়ার এই কৃষক পরিবারগুলির দাবি, এখন আর শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, তাঁরা দ্রুত পাম্প মেরামত করে জমিতে জল চান। যদি এই সমস্যার সমাধান না হয়, তবে বাধ্য হয়েই তাঁদের কৃষি কাজ ছেড়ে অন্য পেশা বেছে নিতে হবে, যা গোটা এলাকার খাদ্য সুরক্ষার জন্য একটি বড় বিপদ ডেকে আনবে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জলসম্পদ দপ্তরের পক্ষ থেকে এই দীর্ঘ ১৫ বছরের নিষ্ক্রিয়তার কারণ জানতে চাওয়া হলেও, কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এই ৫০টি পরিবারের ১৫ বছরের পুরোনো এই কান্না কি শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আসবে? সেই অপেক্ষাতেই দিন গুণছেন ধলাই জেলার এই বঞ্চনার শিকার কৃষকরা।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বরঃ আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আগরতলা রবিবার শেষ হলো। এদিন বিকেল ৫ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে আনন্দঘন পরিবেশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন এই অনুষ্ঠান প্রবীণ নবীন সাংবাদিকদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সত্যব্রত চক্রবর্তী ও বর্ষীয়ান সম্পাদক সুবল কুমার দে,আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি চিত্র রায় ও এম বি বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সুমন্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার।

২০২৪ এবং ২০২৫ সালের অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় এই অনুষ্ঠানে। এছাড়া আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন ২০২৪ সালের হীরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি আজীবন স্বকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তীকে এবং ২০২৫ সালের আজীবন স্বকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে বরিষ্ঠ সম্পাদক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুবল কুমার দেকে। তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন চন্দ্রিমা শিরকার এবং মৃণাল বনিক। এবছরের অমিয় দেব রায় স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী। ক্রীড়া মন্ত্রী সহ অতিথিরা সম্মাননা এবং পুরস্কার গুলো তুলে দিয়েছেন।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর: সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। ৮৫ সদস্য রাজ্য কমিটির সভানেত্রী বৃন্দা দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত মনোনীত হয়েছেন। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ২১তম রাজ্য সম্মেলন আগরতলা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দু-দিনের সম্মেলনে ৮৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। ২৩ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং তিনজন পেট্রন। তারা হলেন রমা দাস, ছায়া বল ও রূপা

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
15-12-2025, 01:35